কুতুবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন

# শায়খে কাতিয়া

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

## জীবনের শেষ ক'টি দিন এবং অমৃত বাণী

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

প্রকাশনায়

আমীন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

# জীবনের শেষ ক’টি দিন এবং অমৃত বাণী

**উপদেষ্টামণ্ডলী**

- **হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আমিনী**
  সাহেবজাদা, কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ
- **ক্বারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী**
  সাহেবজাদা, কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ
- **হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী**
  খলিফা, কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ
- **হযরত মাওলানা আবদুল মতিন নবীগঞ্জী**
  খলিফা, কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ

লেখক
**ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী**

প্রকাশনায়
আমীন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

# কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
# জীবনের শেষ ক’টি দিন এবং অমৃত বাণী

**ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী**

**প্রকাশক: ক্বারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী**
সাহেবজাদা, কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ

**প্রকাশক (ইন্টারনেট সংস্করণ): খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।**

**প্রথম প্রকাশ:** শুক্রবার ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ ঈসায়ী
১৪ শওয়াল ১৪৩১ হিজরি।

**ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশ:** ২৪ মে ২০২০ ঈসায়ী, ১ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি।

(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

## বিষেশ ইন্টারনেট সংস্করণ

# উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ, যুগের শ্রেষ্ঠ তরিকতের রাহবার
**কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমিদুদ্দিন শায়খে কাতিয়া**
রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সকল খুলাফা, মুরিদান, ভক্ত ও মুহিব্বিনদের
প্রতি নিবেদিত।

"প্রতিটি শ্বাস মউতের সিগনাল, এর একটি হবে শেষ নিঃশ্বাস।"
-কুতবে জামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

# আমাদের আরজ

কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর পুরো জীবনটাই ছিলো ইলমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা, মানুষের নফসের ইসলাহ্ এবং বাতিলের প্রতি ইস্পাত কঠির প্রতিবাদমূখর। আমার স্বভাবতই এই মহাত্মন বুজুর্গকে হারিয়ে অত্যন্ত শোকাহত ও ব্যথিত।

হযরত রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর গ্রন্থ রচনা এ মুহূর্তে আদৌ সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সময় ও গভীর গবেষণা। কারণ তাঁর জীবেন প্রতিটি মুহূর্তই ছিলো মহামূল্যবান। এগুলো গ্রন্থবদ্ধ করা সুকঠিন কাজ। হয়তো অচিরেই কোনো সুলেখক হযরতের জীনালেখ্য রচনায় হাত দেবেন- আর আমরা এটই কামনা করি।

হযরতের জীবনের শেষ ক'টি দিন, হাসপাতালে পবিত্র জুমু'আতুল বিদার দিবস এ নশ্বর ধরা থেকে তাঁর শেষ বিদায়, সিলেট শহী ঈদগাহ্ ময়দানে কয়েক লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত এবং তাঁর নিজের গড়া প্রিয় ইলমের বাগান কাতিয়া মাদ্রাসা মাঠে সমাহিত হওয়া ইত্যাদির ওপর বিশদ বর্ণনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আমরা লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীকে এ গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। ঘটনাবলীর বর্ণনায় যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে যাতে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় থাকে। আমরা আশা করবো পাঠকের নিকট এ গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য হবে এবং এ থেকে সবাই উপকৃত হবেন। তবে এ গ্রন্থখানা প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আমরা আল্লাহর দরবারে ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ পাক সবাইকে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও আদর্শের অনুসরণে তাওফিক দিন।

-উপদেষ্টামণ্ডলী

## সূচিপত্র


- পেশ কালাম
- হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালে বিভিন্ন গুণিজনের প্রতিক্রিয়া ১২
- হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কয়েকজন খলিফার প্রতিক্রিয়া ১৫
- অসুস্থতা ও আলী সেন্টারের মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে আগমন ১৮
- সর্বত্র হযরতের রোগমুক্তির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'আ অনুষ্ঠিত ২৪
- রাতে তেরো তাসবিহ জিকির ২৫
- হযরতের ইন্তিকাল ২৮
- জরুরী পরামর্শসভা ৩২
- আলী সেন্টারের মডার্ণ হাসপাতাল থেকে বিদায় ৩২
- রায়নগর রাজবাড়িতে গোসল সম্পন্ন ৩৪
- হযরতের প্রিয় খদ্দরের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো ৩৫
- শেষবারের মতো খিলাফত বির্ল্ডিংয়ে ৩৮
- ঈদের দিন ভোরে শাহী ঈদগাহে গমন ৪৩
- মুফতি মনজুর রশীদ আমিনীর ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত ৪৫
- কাতিয়া মাদরাসা মাঠে জানাযার নামায ৪৯
- ইন্তিকালের সময়ের কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী ৫৩
- হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মহামূল্যবান কিছু উপদেশবাণী ৫৭
- কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের সাজারা মুবারক ৬২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম

## পেশ কালাম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি অতিশয় দয়া-মায়ার অধিকারী। আমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই। দুনিয়ার জিন্দেগী, মাউত, কবর ও হাশরে তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা-একমাত্র সঙ্গী। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টি আমাদের প্রতি পতিত না হলে কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে দৌলতে ঈমানের অধিকারী করেছেন। বানিয়েছেন মহান সত্যধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলমান। আমরা তাঁর এই দয়া ও মুহাব্বাতের শুকুর-গুজার করে শেষ করার কোন ক্ষমতা রাখি না। আমরা তাঁর পবিত্র দরবারে এটাই দিবানিশি আকুলভাবে আবেদন জানাই, তিনি যেনো মৃত্যুর সময় আমাদের এই সর্বাপেক্ষা মহামূল্যবান ঈমানকে সংরক্ষণ করেন।

اللهم لقنى حجة الايمان عند الموت

হে আল্লাহ! আমি অধম তোমার এক মহান বুজুর্গ, ওলিয়ে কামিল, যুগের শ্রেষ্ঠ রূহানী চিকিৎসক, যামানার কুতুব, আপনার একান্ত মাশুক ও প্রিয়জনের, শেষ ক'টি দিনের অবস্থা এবং হিদায়াতী বাণীর উপর সামান্যতম গবেষণার দুঃসাহস দেখিয়েছি। আমি এ ব্যাপারে একমাত্র তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি এবং এই লেখাটুকু শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি কামনায় নিবেদন করছি। কাল কিয়ামতের কঠিন সময়ে আপনি আমাকে এই গ্রন্থটি নাজাতের ওয়াসিলা হিসেবে কবুল করে নেবেন-এই আশা অন্তরে পোষণ করছি। এ গ্রন্থ প্রণয়নে অন্যান্য যারা উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদেরকেও আপনি অনুরূপ দয়া-মায়া করুন। আমীন।

এরপর আমি একান্ত ভক্তিভরে সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামান্নাবিয়্যিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, আমাদের প্রিয় নবীজী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বজগতে যতো অণু-কণা আছে সে পরিমাণ দরূদ ও সালাম পেশ করছি। মদীনা মুনুওয়ারার রওজায়ে আতহারে আমার এই দরূদ ও সালামটুকু পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেমময় ওয়াদুদ মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আবদার জানাচ্ছি। আরোও দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল আহলে-আওলাদ এবং আসহাবে কিরামের প্রতি।

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

-"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে"। (৩:১৮৫)

অন্যত্র তিনি বলেছেন:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

-"আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না- সেজন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে"। (৩:১৪৫)

আরোও ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ * إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

-"কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত"। (৩:৩৪)

মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি কথা ও ঘোষণা মহাসত্য! যে কোন মানুষ জন্ম নিলেই একদিন তার মৃত্যু ঘটবে- এই সত্যকে কেউ কোনদিন অস্বীকার করেন নি- করতে পারবেও না। আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় নিষ্পাপ নবী, রাসূলরাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন মা'বুদের অসংখ্য প্রিয় বান্দা

আউলিয়ায়ে কিরাম। এই মহাসত্যকে বরণ করে নিয়ে ‘আল্লাহ! আল্লাহ!’ জিকির করতে করতে সিলেট বিভাগ তথা পুরো বাংলার গৌরব, আমাদের প্রাণপ্রিয় বুজুর্গ, যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামিল, মুর্শিদুল আমীন, কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। সিলেট বিভাগ তথা পুরো বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি চলে গেছেন তাঁর মাহবুব মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। হযরতের ইন্তিকালের সংবাদে বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত অসংখ্য মুরীদ, ভক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সাধারণ জনতা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। প্রকম্পিত হয়ে ওঠে বাংলার জামিন ও আকাশ। দ্বীনের এক সূর্যপুরুষ পবিত্র রামাদ্বানের ৩০ তারিখ জুমু'আতুল বিদার দিন সবাইকে কাঁদিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে পাড়ি জমালেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনটি ছিলো দ্বীন ইসলাম শিক্ষার প্রসার, দাওয়াত ও মানুষের আত্মশুদ্ধি অর্জনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিবেদিত। তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ রূহানী চিকিৎসক। অসংখ্য মানুষ তাঁর সুহবত ও সান্নিধ্যের ফলে হিদায়াতের রাস্তার সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুজাহিদ, মুহাদ্দীস ও আধ্যাত্মিক রাহবার কুতবে আলম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন ভক্ত ছাত্র, অনুরক্ত শাগরিদ ও খাদিম ছিলেন কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষার্জনের সময় শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে তরীকতের বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর থেকে আমরণ তিনি শাইখুল ইসলামের ইত্তিবার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন ‘মাদানী প্রতিচ্ছবি’, ‘আয়নায়ে মাদানী’। প্রখ্যাত মুহাদ্দীস হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন গহরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষায়, “আমরা দারুল উলূম থেকে হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শিতা নিয়ে এসেছি আর মামা (শায়খে কাতিয়া) নিয়ে এসেছেন স্বয়ং মাদানী রাহ.”।

কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ‘মজযুব ইলাল্লাহ’, ও ‘কারামাতুল্লাহ’। তিনি ছিলেন পুরো মুসলিম বিশ্বের এক অনন্যসাধারণ তরীকতের মহান সাধক। আমি অধম এখনও তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি নি। হয়তো কোনদিনই পারবো না। সৌভাগ্যক্রমে পবিত্র মক্কা

মুয়াজ্জমায় ২০০১ সালের হজ্জের সফরে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করি। এরপর থেকে তাঁর সাথে গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। দশ বছর দীর্ঘ এই তা'আল্লুক থেকে দুনিয়াবী ও আখিরাতের আমি যেসব উপকার লাভ করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। হযরতের দুনিয়াবী জিন্দেগীর এই শেষ দশটি বছরের মধ্যে নয় বার পবিত্র হজ্জের সফরে তাঁর খিদমাতে থাকার সুযোগ পেয়েছি। বিশ্বমুসলিমের মিলনকেন্দ্র, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র ময়দান আরাফাতেও সাতবার কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে 'উকুফ' করার মহাসৌভাগ্য পেয়েছি- আলহামদুলিল্লাহ। জীবনের সর্বশেষ হজ্জের সময়ও আল্লাহ তা'আলা মীনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় তাঁর সুহবতে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন। আজকের এই ভারী শোকাহত অবস্থায় হযরতের সঙ্গে থাকার সেসব দৃশ্যগুলো বার বার স্মৃতিপটে এসে জাগ্রত হয়ে ওঠছে। হায় ... এ কী হলো? আমাদের কাতিয়ার শেখ সাহেব জুমু'আতুল বিদার সঙ্গে কোথায় বিদায় হয়ে চলে গেলেন? তাঁর মহাসত্য ইন্তিকালের ক্ষণটি যেনো সবদিক থেকে হিসেব করে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তাইতো তিনি ত্রিশ রমজানের জুমু'আ বিদায় হওয়ার সঙ্গে বিদায় হলেন, পরদিন শাহী ঈদগাহ মাঠে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হলো, স্বীয় গ্রাম কাতিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো লক্ষাধিক মানুষের আরেক জানাযা, উভয় জানাযায় ই'তিকাফকারীরাও অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেন এবং সমাহিত হলেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইলমে দ্বীনের বাগানের মাঝখানে।

হযরতের অপূর্ব দীর্ঘ জীবন ও কর্মের উপর এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। জীবনের শেষ ক'টি দিন ও তাঁর ইন্তিকালের সময়কার বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা যদি তাওফিক দেন তাহলে একটি জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নে অচিরেই হয়তো হাত দেবো ইনশাআল্লাহ। আমি সুহৃদ পাঠকদের নিকট দু'আর দরখাস্ত জানাচ্ছি।

ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক- কারণ, আমরা মানুষ। এরপরও তথ্যগত কোন ভুল যাতে হয় না সেদিকে বিশেষ খিয়াল রেখেছি। পাঠকদের নিকট সকাতর অনুরোধ, যদি কোন ভুল চোখে ধরা পড়ে তাহলে আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ। বইটি প্রণয়নে আমাকে অনেক ব্যক্তি সাহায্য করেছেন। তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান

দিন এবং হযরত কুতবে বাঙ্গালে রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানী ফায়িজ দ্বারা মালামাল করুন। আমি সবার নাম এখানে উল্লেখ করতে অপারগ। এরপরও দু'এক জনের নাম লিপিবদ্ধ না করলে ভীষণ অন্যায় হবে। প্রথমত: হযরতের সকল সাহেবজাদা বিশেষ করে মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী ও ক্বারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করায় আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়ত: হযরতের তিনজন খলিফা হযরত মাওলানা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল মতিন নবীগঞ্জী এবং শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী হাযারাতদের পক্ষ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে অত্র গ্রন্থ রচনা হয়তো সম্ভবই হতো না। আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবাইকে কামিয়াব করুন এবং তাঁদের সুহবতে থেকে আমি অধমকে ঈমান-আমল ও তাযকিয়ায়ে নফসের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করুন। আর সবশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি হযরতের বিশিষ্ট মুরীদ সুনামগঞ্জের জনাব মুহাম্মদ আবুল কালাম সাহেবকে যিনি অত্র গ্রন্থের প্রকাশনার যাবতীয় খরচ সদকায়ে যারিয়া হিসাবে বহন করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানী ফায়িজ দ্বারা তাঁর সকল ভক্ত, মুরীদান ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে মালামাল করুন- এই আকাঙ্ক্ষা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে কামনা করছি ও সবার নিকট দু'আ প্রার্থনা করে আমার এই আরজ-গুজারের ইতি টানছি।

বিনীত
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
আলী সেন্টার সুবিদ বাজার, সিলেট।
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী, ৫ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী।

### হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালে

# বিভিন্ন গুণিজনের প্রতিক্রিয়া

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সংবাদে দেশ-বিদেশের সকল আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ এবং ভক্ত-মুরীদান স্বভাবতই অত্যন্ত শোকাহত হয়েছেন। আমরা নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকজন দেশ বরেণ্য উলামার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করলাম।

**কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার সম্মানিত মহাপরিচালক হযরত মাওলানা আহমদ শফী (দা:বা:):** "আমি হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন পাঠ করেছি। ই'তিকাফে থাকাবস্থায় সংবাদ পেয়েছিলাম তাই সবাইকে নিয়ে তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছি এবং স্বভাবতই এই সংবাদে বিশেষভাবে শোকাহত হয়েছি।"

**কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা, পটিয়া মাদ্রাসার মুহতামীম হযরত মাওলানা নোমান আহমদ (দা:বা:):** "হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি দু'আ করি এ মহান ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।"

**কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান শায়খে গুনই (দা:বা:):** তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের সংবাদ শোনামাত্র, ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন পাঠ করে আর কথা বলতে পারেন নি। আমরা মনে করেছি, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেছেন।" উল্লেখ্য তিনি এসময় মসজিদে ই'তিকাফ পালন অবস্থায় ছিলেন।

**কুতবে আলম হযরত সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা হযরত মাওলানা আব্দুল মুমীন শায়খে ইমামবাড়ি (দা:বা:):** "মনের মধ্যে কী এসেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি ছিলেন আল্লাহর খাস বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ায় থাকাবস্থায় সাহায্য করেছেন। আর ইন্তিকালের পরে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছাবেন। আমি কী মানুষ! আমার অন্তরে আর কী-ই বা আসবে? আপনারা আমার জন্য দুআ করবেন।"

**উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মাসিক মদীনা সম্পাদক, হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা:বা:):** "আমার কষ্ট লাগছে এজন্য যে, খুব ইচ্ছে ছিলো হাসপাতালে যেয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে, কিন্তু ... কিন্তু অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমার দৃষ্টিতে তিনি বাংলার কুতুব ছিলেন- সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন তাই অনেকে তাঁকে চিনতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিদায়াতের, তাসাওউফের এবং একই সাথে রাজনীতির যে ধারা বিস্তার করেছিলেন, তার সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য লোক ছিলেন কাতিয়ার শেষ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন আমাদের মুরুব্বি, গুরু, পথপ্রদর্শক, নেতা, বন্ধু যাই বলেন ... কী আর বলবো? তাঁকে আমরা হারিয়ে ফেললাম, আহ! তিনি আমাকে খুব বেশী মুহাব্বাত করতেন।"

**প্রাক্তন এমপি, মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস (দা:বা:):** তিনি বর্তমানে বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। হার্ট এটাক পরে তাঁর বাইপাস অপারেশন হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা শিফা দান করুন। হযরত শায়খে কাতিয়ার ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হোন।

**শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী (দা:বা:):** "আসমান ভেঙ্গে মাথায় পড়ে গেছে! সারা জমিন অন্ধকার হয়ে গেছে। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি ছিলেন বাতিলের আতঙ্ক এবং নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ। সারাজীবন মোটা সুতার কাপড় (খদ্দর) পরেছেন এবং এই কাপড় পরিধান করেই কবরে গেলেন।"

**শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মখদ্দুস আলী (দা:বা:):** “কুতবে আলম শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যে কয়েকজন নেক বান্দাহ ও ওলিআল্লাহদেরকে রূহানী ফায়িজ দ্বারা শক্তিশালী করে রেখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে চলে গেছেন। এখন হযরত কাতিয়ার ছাহেবও বিদায় নিলেন। আমরা দিনদিন সবাইকে হারিয়ে ফেলছি। আল্লাহ তা’আলা তাঁকে জান্নাত নসীব করুন।”

**শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা ফায়জুল বারী মহেশপুরী (দা:বা:):** তিনি তখন নয়াসড়ক মসজিদে ই’তিকাফে ছিলেন। হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। কিছু না বলে অনেক্ষণ নীরবে বসে থাকেন। তাঁর চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় পনি ঝরছিল।

**হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম এলএলবি (দা:বা:):** “তিনি বাতিলের মুকাবিলায় অত্যন্ত মজবুত ছিলেন। সুনামগঞ্জ জিলায় গান-বাজনা ও অনুরূপ সকল গোনাহের কাজে যাতে মানুষ লিপ্ত হয় না- তার জন্য তিনি শুধু সোচ্চার ছিলেন না বরং এগুলো উৎখাত করার ক্ষেত্রে অনেক কুরবানী করেছেন। তিনি তাবলীগ জামাআতকে শুধু সমর্থন করতেন না, হরমুজুল্লাহ রাহমাতুল্লাহির আমীরত্বে তিনি তাবলীগ জামাআতেও গিয়েছেন। তাঁর খানকায়ী নিযাম প্রতিষ্ঠা এবং খেলাফত বিল্ডিংয়ে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঐতিহ্য রক্ষার্থে দারসে হাদীসের ব্যবস্থা আবার শুরু করে দিয়ে গেছেন- এ দু'টো কাজ হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। বাতিল শক্তি তাঁর মতো আর কাউকে ভয় করতো না- এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হবে আমাদের জন্য বড় কঠিন কাজ।”

## হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির
# কয়েকজন খলিফার প্রতিক্রিয়া

**শায়খ মৌলবী গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী (দা:বা:)**: “আমি শেখ সাহেবকে কোনদিন দেখিনি সুন্নাতের খেলাপ কোন কাজ করতে। তিনি জীবনভর সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়। তিনি কোন দিন বেহুদা কথা বলতেন না। সব সময় বুঝা যেতো তাঁর অন্তরটি কাঁদছে। আল্লাহর ভয়ে তিনি সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ছিলো অঢেল। তাঁর নিকট কেউ পেরেশান হয়ে আসলে, তিনি নিজেই সেই পেরেশানীর অংশীদার হয়ে যেতেন। কিভাবে তার পেরেশানী দূর হয় সে চেষ্টায় লেগে যেতেন। আহ! আমি আর কি বললো? ... তার জীবনে তাহাজ্জুদ ছুটতে আমি দেখি নি। আখিরাতের ফিকিরেই তিনি নিমগ্ন থাকতেন। মেহমানদারী, মুহাব্বাত, অপরের প্রতি দরদ, মানুষকে সর্বাবস্থায় সান্ত্বনাদান ইত্যাদি গুণাবলী তাঁর মধ্যে আমি সবসময় দেখেছি।”

**হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী (দা:বা:)**: “আজ থেকে আমরা আর কার কাছে দু’আ চাইবো? আধ্যাত্মিক রাজধানীর সিলেট বিভাগের স্বনামধন্য রূহানী রাহবার কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের সবার প্রিয় মুরুব্বি, মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শক কাতিয়ার শেখ সাহেবকে হারিয়ে আমরা এতিম হয়ে গেছি।”

**হযরত মাওলানা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (দা:বা:)**: “আমার মতে তিনি শুধু কুতবে বাঙ্গাল ছিলেন না, সমগ্র আলমের কুতুব ছিলেন। আমাকে হাসান বসরীর (রাহ.) মতো ওলি বানানোর জন্য আল্লাহর দরবারে কে আর দু’আ করবে? এখন কাকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হক্বের ঝাণ্ডাসহ ফতেহ করবো?”

**শাইখুল হাদীস শায়খ হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম খান (দা:বা:)**: “আমি কী বললো ... বলার শব্দ পাচ্ছি না। হযরত ছিলেন আমার পীর, মুর্শিদ, তাঁর মুজাহাদা, বীরত্ব আমাদেরসহ সব জায়গায় বিস্তৃত ছিলো। এসব অবদান কোনদিন ভুলা যাবে না।”

**শায়খ হযরত মাওলানা আনোয়ার হুসাইন সুনামগঞ্জী (দা:বা:):** “আমরা দ্বীনের ব্যাপারে কোন সমস্যায় পতিত হলেই হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত আব্দুল হক গাজিনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ছুটে যেতাম, এখন এই উভয় বুজুর্গ চলে গেলেন, আমরা এখন কার কাছে যাবো? তিনি ছিলেন দু’আর ভরসাস্থল, ক্বলবী এবং বাতিনী চিকিৎসক। এখন আমরা কার কাছে যেয়ে দুআ চাইবো এবং নিজের রূহানী চিকিৎসার জন্য শরণাপন্ন হবো?”

**শায়খ মাওলানা হাবীবে রাব্বানী তালবাড়ী (দা:বা:):** “আমি একে একে পরিবারের অনেককে হারিয়েছি কিন্তু আমার মুর্শিদ কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়ার নাম উচ্চারণ করে যতোদিন পর্যন্ত ‘দামাত বারাকাতুহু’ বলতে পেরেছি ততোদিন পর্যন্ত কোন অভাব অনুভব করি নি। এখন তাঁকে হারিয়ে সত্যিই মনে হচ্ছে সব হারিয়ে গেছে।”

**শায়খ মুফতি মুজির উদ্দীন কাসিমী সিংপুর, হেতিমগঞ্জী (দা:বা:):** “আমি তখন ই’তিকাফে। হযরত শায়খের ইন্তিকালের সংবাদ শোনে মসজিদে থাকাবস্থায় আমার মনের প্রতিক্রিয়া এমন হলো যে, যা নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার আমার অভিভাবককে হারিয়ে আমি ইয়াতীমতূল্য নির্বাক হয়ে গেলাম। সেদিন আসরের নামায শেষে মুসল্লিদের নিয়ে দু’আ যখন শুরু করি, তখন কান্না থামাতে পারি নি- সাথে সাথে মুসল্লিদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী ওয়ে ওঠে। দু’আ করি আল্লাহ তা’আলা আমাকে তাঁর আদর্শের উপর চলার তাওফিক দিন।”

**শায়খ নাজমুদ্দীন কাসিমী জকিগঞ্জী (দা:বা:):** “নির্ভীক রাহবার আমরা হারিয়ে ফেলেছি! এমন নির্ভীক রাহবার আর কোথায় পাবো?”

**শায়খ ওয়ায়েস আলী মোহনগঞ্জী (দা:বা:):** “হযরতকে আল্লাহ তা’আলা এমন একটা দিনে (জুমু’আতুল বিদায়) পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন, যা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে নসীব হয়। প্রাথমিকভাবে হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে একদিকে যেমন ব্যথাতুর হয়েছি- অপরদিকে এই সুন্দর সবদিক থেকে উত্তম একটি দিনে

মৃত্যু হওয়ায় অন্তরে আনন্দবোধও করলাম। আমার অনুভূতিতে এই বেদনা-আনন্দের এক মিলন ঘটলো এই কারণে যে, তিনি পুরো রমজান তো পেয়েই গেলেন, তার উপর শুক্রবার রমজানের শেষ দিন ইন্তিকাল করলেন, শাহী ঈদগাহ ময়দানে এতো বিরাট জনসমুদ্রে জানাযার নামায হলো। এরূপ মৃত্যু ক'জনের হয়?"

**শায়খ কারী আব্দুর রশীদ মোহনগঞ্জী (দা:বা:)**: "রামাদ্বানের ২৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শক কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহির সমাধি, মদীনা মুনুওয়ারায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারের নিকটে দেখা যাচ্ছে। এই অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখার পর আমি বুঝতে পারলাম হযরতের ইন্তিকালের মুহূর্ত নিকটবর্তী। আর পরদিনই আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে নিতি বিদায় হয়ে চলে গেলেন মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দারাজাতকে বুলন্দ করুন।"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অসুস্থতা ও আলী সেন্টারের মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে আগমন

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কিছুদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। গত ৯ রমজান শুক্রবার ভোরে আমি ও সিলেট সদর জিলাধীন উসমানীনগর থানার উমরপুরের মুহাম্মদ হুসাইন, হযরতকে দেখার জন্য সুনামগঞ্জ জিলার জগন্নাথপুর উপজেলার কাতিয়া গ্রামে যাই। জুমু'আ শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে কাতিয়া মাদ্রাসা মসজিদে এসে পৌঁছার পর জানতে পারলাম, তিনি গুরুতর অসুস্থ। মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। কয়েকটি রোযা মাত্র রেখেছেন। রোগের প্রকোপে তিনি সঠিকমতো নামায আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন- এমনকি আজকের জুমু'আর নামাযে আসতে অপারগ। এ কথাগুলো জানালেন, হিফজখানার উস্তাদ আজমিরীগঞ্জের জলসুখা গ্রামের হাফিজ মনোয়ার হুসাইন সাহেব। এসব কথা শ্রবণ করে সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জুমু'আর জামাআত আসন্ন, তাই আগেই নামায আদায় করলাম এরপর ছুটে গেলাম তাঁর শয়নকক্ষে। তাঁকে দেখে আমি বুঝতে পারলাম সত্যিই হযরতের অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে। যে কোন উপায়ে তাঁকে সিলেটে নিয়ে এসে উপযুক্ত চিকিৎসা দিতে হবে। সেদিন আমি হযরতের বড় সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবকে অনুরোধ জানালাম তাঁকে সিলেট নিয়ে আসতে। ঐদিন বিকেলে সিলেটে পৌঁছে হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা কারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেবের সাথেও টেলিফোনে কথা বললাম। তিনি তখন বিলেতে।

কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জীর সঙ্গে হযরতের অসুস্থতা সম্পর্কে পরামর্শ করলাম। তিনি পরদিনই হযরতকে দেখতে যান। হযরতের শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তাঁকে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে বাড়িতে রাখা হবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এছাড়া সেখানে সঠিক মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মিলানো দুষ্কর। জকিগঞ্জী সাহেব সবাইকে বুঝিয়ে হযরতকে সিলেটে নিয়ে আসার

ব্যবস্থা করলেন। হযরতের বড় সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব হযরতকে তাঁদের নিজস্ব নৌকাযোগে উমরপুরের নিকটে হুইদপুরে নিয়ে আসার পর, সেখান থেকে লাইটেসে সিলেট আসবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ইতোমধ্যে আমার মার্কেটের বিপরীতে 'কর্নার ভিউ' বহুতল ইমারতে বসবাসরত সুনামগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শেখ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ মুহাম্মদ আবুল কালাম ও আমি হযরতকে আলী সেন্টারে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইন্তিজামিয়া কাজে নিয়োজিত হলাম।

**কাতিয়া থেকে সিলেটে আগমন**

সিলেট থেকে ভোরে হযরতকে নিয়ে আসার জন্য একখানা লাইটেস গাড়ি হুইদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। হযরতকে নিয়ে আসার জন্য এ যাত্রায় যারা ছিলেন তরা হলেন: মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, হযরতের নাতি মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী ও হযরতের মুরীদ উমরপুরের হুসাইন আহমদ সাহেব। দুপুর ১২টায় হযরতকে নিয়ে নৌকাখানা হুইদপুর পৌঁছলো। বাড়ি থেকে যারা হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সার্বক্ষণিক খিদমাতের জন্য নৌকাযোগে সফরসঙ্গী হয়ে এসেছিলেন তারা হলেন: সাহেবজাদা হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আমিনী, হযরতের নাতি নুমান আহমদ, হাফিজ তাইয়্যিব এবং হযরতের খলিফা কারী শায়খ বিলাল আহমদ শাল্লাবী এর পুত্র মুবাশ্শির আহমদ। জকিগঞ্জী সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত যখন নৌকাযোগে হুইদপুর পৌঁছলেন তখন তিনি নৌকায় উঠে হযরতের সঙ্গে মুসাহাফা করেন। তখন হযরত এক অপূর্ব মুচকি হাসি দিলেন। যা কোনদিন ভুলবার নয়।

উমরপুরে এসে যুহরের নামায আদায় করা হলো। হযরতের বড় সাহেবজাদার ইচ্ছানুযায়ী হযরতকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হলো রায়নগর রাজবাড়িস্থ হযরতের বড় সাহেবজাদী খাদিজা খানমের বাসায়। উল্লেখ্য হযরতের অসুস্থ স্ত্রী মাজিদা খানম সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করছিলেন। এখানে ৩.৩০ মিনিট থেকে ইফতার পর্যন্ত হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে হযরতের দায়িমী ডাক্তার মুয়াজ্জম হুসাইন খান প্রাথমিকভাবে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত দেন যে, সবদিক থেকে সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি স্থানীয় ক্লিনিকে হযরতকে তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করা হোক।

এক পর্যায়ে রায়নগর থাকা কালেই সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব আমাকে ফোন করলেন। তিনি হযরতকে আমার ক্লিনিকে নিয়ে আসার ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ! আপনার ইচ্ছাকে আল্লাহ তা’আলা কবুল করেছেন। আব্বাকে ইফতার পরে আমরা নিয়ে আসছি।” আমি এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়লাম। কিভাবে, কোন্ উপায়ে আমার প্রিয় মুর্শিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায় সে ফিকিরে লেগে গেলাম। আমি আবারো কক্ষটি পরিদর্শন করলাম। দেখে খুশী হলাম যে, ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।

## হাসপাতালের এক নম্বর ভিইপি কেবিনে ভর্তি

সিদ্ধান্ত মুতাবিক আমি ও মুহাম্মদ আবুল কালাম সাহেব রাস্তায় যেয়ে হযরতের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুতরাং সোমবার ১২ রমজান, ২০ অক্টোবর ২০১০ ঈসায়ী, বিকাল ৭.৩০ মিনিটের সময়, প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সিলেট শহরের সুবিদ বাজারে অবস্থিত আমার ‘আলী সেন্টার’ মার্কেটের উপরে প্রতিষ্ঠিত মডার্ণ জেনারেল হসপিটালে তাঁকে নিয়ে আসা হলো। ভিআইপি কক্ষে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য আমি আগে থেকেই কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সব ব্যবস্থা করে রাখি। হযরতকে ১ নং ভিআইপি কেবিনের একটি বেডে স্ট্রেচারের মাধ্যমে তুলে আনা হলো। সাথে সাথেই কর্তব্যরত ডাক্তার এসে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করলেন।

## নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মতিউর রহমানের নেতৃত্বে চিকিৎসা শুরু

হযরতের অসুস্থতার খবর খুব দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ইতোমধ্যে ঐ রাতেই (২০ অক্টোবর সোমবার দিবাগত রাত) আলী সেন্টারের বিপরীতে স্থাপিত ‘কর্নার ভিউ’ নামক বহুতলবিশিষ্ট ইমারতের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে বসবাসরত, প্রখ্যাত নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রফেসর মতিউর রহমান সাহেবকে হযরতের চিকিৎসার দায়িত্ব প্রদান করা হলো। সুবিদ বাজার মসজিদে তারাবীহ নামায শেষে মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, মুহাম্মদ আবুল কালাম এবং আমি ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ জানালাম, “জনাব! হযরত শায়খে কাতিয়া আলী সেন্টারস্থ মডার্ণ হাসপাতালে বাদ মাগরিব গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হয়েছেন। আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, দয়া করে তাঁকে একটু ভিজিট করুন।”

ডাক্তার মতিউর রহমান সাহেব সাথে সাথেই বললেন, চলুন। উল্লেখ্য, অত্যন্ত ব্যস্ত এই প্রখ্যাত চিকিৎসক সাধারণত কোন প্রাইভেট ক্লিনিকে ভিজিটে যান না। সুবিদ বাজারের অদূরে মীরের ময়দানে স্থাপিত তাঁর নিজস্ব 'ফেয়ার হেলথ' নামক ক্লিনিকের চেম্বারে তাঁর সঙ্গে রোগী হিসাবে সাক্ষাৎ করতে চাইলে অন্তত দুই মাস পূর্বে টিকিট নিতে হয়! দীর্ঘ উনিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক অন্তত একবার করে তিনি হযরতকে ভিজিট করেছেন। তাঁকে ফি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি কোন ফি গ্রহণ করেন নি। আমরা তাঁর এই আন্তরিকতা ও বদান্যতার জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গের সবার জন্য দু'আ করি। শোনেছি তাঁর স্ত্রী অসুস্থ আছেন- আল্লাহ পাক তাঁকে শিফা দান করুন।

প্রফেসর ডাক্তার মতিউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে অচিরেই বেশ ক'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের টীম গড়ে উঠলো। অনেকদিন যাবৎ বিনিময় ছাড়া চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানকারী হযরতের দায়িমী ডাক্তার মুয়াজ্জম হুসাইন খান সাহেবও এই টীমের সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি হযরত মাওলানা ফজলুল করীম পীরসাহেব চরমোনাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। হাসপাতালের পক্ষে দায়িত্ব নিলেন মডার্ণের ডাইরেক্টরদের একজন ডাক্তার সাব্বির হুসাইন মুকুল সাহেব। সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে হযরতের মেডিক্যাল কেয়ারের কাজে রত হলেন। হাসপাতালের এমডি নূরুল আমিন বাবুল সাহেব, ডাইরেক্টর সেলিম সাহেব, ম্যানেজার তোফায়েল আহমদ চৌধুরী ফয়সল সাহেব, এসিসট্যান্ট ম্যানেজার ইকবাল হুসাইন তাফাদার এবং নার্সিং স্টাফের সবাই হযরতের চিকিৎসা, সার্বিক সুযোগ-সুবিধা এবং তাঁকে দেখার জন্য আসা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ যাবতীয় ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। চিকিৎসা ও সেবার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ত্রুটি হয় নি। আমরা এতে সবার নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সবাইকে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন- এটাই কামনা।

**হাসপাতালে হাজার হাজার মানুষের ভীড়**

হযরতের অসুস্থতার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় তারাবীহ নামায শেষে হসপিটালে মানুষের ভীড় জমতে লাগলো। আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের জনতা তাঁকে দেখার জন্য ছুটে আসতে লাগলেন। দীর্ঘ ১৯

দিন তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইতোমধ্যে অন্তত ২০ থেকে ২৫ হাজার লোক তাঁকে দেখার জন্য এসেছেন। এছাড়া এই ১৯ দিনের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা হযরতকে একনজর দেখার জন্য ব্যকুল হয়ে মডার্ণে এসেছিলেন তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে যাদের নাম লিপিবদ্ধ করা জরুরী মনে করছি তারা হলেন: কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা চট্টগ্রামের পটিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব, কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা হযরত মাওলানা আব্দুল মু'মিন সাহেব শায়খে ইমামবাড়ি, ফিদায়ে মিল্লাত আল্লামা হযরত আসআদ আল-মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা ফায়জুল বারী সাহেব কানাইঘাটী, আজাদ দ্বীনি এদারা তা'লিম বাংলাদেশ এর সভাপতি শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ বারোকোটি, আমীরে হিফাজতে ইসলাম হযরত মাওলানা শায়খ খলীলুর রাহমান সাহেব বর্ণভী, আন্তর্জাতিক মুফাস্সীরে কুরআন হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী, আজাদ দ্বীনি এদারা তা'লিম বাংলাদেশের স্বনামধন্য সেক্রেটারী হযরত মাওলানা আব্দুল বাসিত বরকতপুরী, হযরত মাওলানা শফিকুল হক আমকুনী, প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান কাজিরবাজারী, হযরত মুফতি রশীদুর রাহমান ফারুক সাহেব বর্ণভী, হযরত মাওলানা হুসামুদ্দীন চৌধুরী সাহেব ফুলতলী, সাবেক এমপি ফরিদুদ্দীন চৌধুরী, সাবেক এমপি মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী এবং শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ ভক্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মেয়র জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কামরান প্রমুখ।

## নিবেদিতপ্রাণ একদল খাদিম কর্তৃক সেবা দান

বেশ ক'জন নিবেদিতপ্রাণ খাদিম তাঁকে সার্বক্ষণিক সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন। এদের মধ্যে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন: বিশ্বনাথ থানাধীন দেওকলস ইউনিয়নের কুনারাই গ্রামের হযরতের মুরীদ মিজানুর রাহমান লায়েক, হযরতের ছোট সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক আমিনী, হযরতের নাতি মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী, হযরতের নাতি হাফিজ ফরহাদ আহমদ আমিনী, হাফিজ তাইয়্যিব, নবীগঞ্জের গুলডুবার হাফিজ আব্দুল হাফিজ, হযরতের খলিফা কারী বিলাল সাহেবের ছেলে মুবাশ্শির আহমদ, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, হযরতের নাতি মুহাম্মদ নুমান ও এমরান আহমদ।

## হযরতের স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা

পাল্স (হৃদযন্ত্রের স্পন্দন) ও অক্সিজেন লেবেল মনিটর, সেলাইন, নাকের মধ্যে পাইপ ঢুকিয়ে খাদ্য প্রদান, অক্সিজেন সাপ্লাই এবং ঔষধপত্র নিয়মিত সেবন করার পরও তাঁর অবস্থার তেমন উন্নতি দেখাচ্ছিল না। তবে সময় সময় তিনি জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলেন। আমাদের সাথে ইশারায় কথাবার্তাও করেছেন। কিন্তু সার্বিক অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছিলো না। আমি লক্ষ্য করলাম প্রথম ক'দিন তিনি 'নফী-ইসবাত' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) জিকির করছিলেন। পরবর্তীতে তিনি 'পাস-আনফাস' (দমের) জিকিরে নিমগ্ন হন। নফী-ইসবাতের সময় তিনি মাথা ডানদিকে ঘুরিয়ে আবার ক্বলবের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পাস-আনফাসের সময় দম বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর খুব দ্রুত 'আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির করছিলেন। অধিকাংশ সময় তাঁর চোখ দু'টো বন্ধ ছিলো। তিনি পারতপক্ষে কিছু বলতে চেষ্টা করেন নি। তবে সালাম জানালে ঠোঁট নেড়ে জবাব দিয়েছেন। সময় সময় হাত নেড়ে ইশারায় কিছু বুঝাতে চেয়েছেন। এমনকি একদিন তিনি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে ইশারা দিলেন যার অর্থ ছিলো, আগত মেহমানদেরকে বসাও! ডাক্তার সাব্বির হুসাইন বলেন, একদিন রাতে তিনি তাঁর মাথা বুলিয়েও দিয়েছেন। আরেকদিন তারাবীহ নামায পরে মেহমানদারী করার জন্য খাদিমদেরকে ইশারায় ইঙ্গিতও করেছেন।

ভর্তির পরবর্তী শুক্রবার তিনি জুমু'আর পূর্বে প্রায় বিশ মিনিট সময়ব্যাপী সম্পূর্ণ জ্ঞাত অবস্থায় ছিলেন। এমনকি আজ যে শুক্রবার তা বুঝতে পেরে জুমু'আর নামায আদায়ের কথাও বলেছেন। সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনীও এ এসময় উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে কথাবার্তা বলেছেন। সুতরাং পুরো ১৯ দিন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন এ কথাটি ঠিক নয়। মাঝে মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসছিলো। এতে আমরা সবাই আশাবাদী হয়ে উঠছিলাম যে, এ যাবৎ বুঝি তিনি রোগ থেকে সেরে ওঠবেন। তাছাড়া ডাক্তার বোর্ড থেকেও ঘোষণা আসলো যে, তাঁর শরীরে বাস্তবে বিশেষ কোন রোগ নেই। তিনি একমাত্র বার্ধক্যজনিত কারণেই দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন। হযরতের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বশীলদের মধ্যে তাঁর খলিফা মাওলানা আব্দুল মতিন নবীগঞ্জী সাহেব এক পর্যায়ে বলে উঠলেন, আমাদের কী কিছু করণীয় নেই? উপস্থিত উলামায়ে কিরাম জবাব দিলেন, আমরা এখন কি করতে পারি? তখন নবীগঞ্জী সাহেব বললেন,

আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমু'আ হযরতের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক খেলাফত বিল্ডিংয়ে খতমে বুখারী ও খতমে কুরআনের ব্যবস্থা করা হোক। এসময় উপস্থিত উলামাদের মধ্যে মাওলানা রিজাউল করীম কাসিমী সাহেবসহ সবাই এতে সম্মত হলেন। সুতরাং পরদিন শুক্রবার বাদ জুমু'আ প্রায় ৫০ জন মুহাদ্দীসিনে কিরামের অংশগ্রহণে হযরতের রোগমুক্তি ও হায়াতে তাইয়্যিবাহ কামনা করে খতমে কুরআন ও খতমে বুখারী সম্পন্ন হয়। উভয় খতম শেষে দুআ পরিচালনা করেন, কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলিফা পটিয়া মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা নোমান আহমদ চট্টগ্রামী।

## পারিবারিক তত্ত্বাবধান

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ৫ সাহেবজাদা ও ৪ সাহেবজাদী ইতোমধ্যে সিলেটে এসে একত্রিত হয়েছেন। তাঁরাও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে লিপ্ত হলেন। উপরে তালিকাভুক্ত খাদিমদের ছাড়াও সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে এ পর্যায়ে সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন দ্বিতীয় সাহেবজাদা লন্ডন প্রবাসী কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী, কানাডা প্রবাসী মাওলানা ইউসুফ আমিনী, মাওলানা ইসহাক আমিনী, সাহেবজাদা মাওলানা ইসমাঈল আমিনী, হযরতের খলিফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী, হযরতের খলিফা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, হযরতের খলিফা শায়খ আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী, সুনামগঞ্জের ব্যবসায়ী মুহাম্মদ আবুল কালাম, উমরপুরের মুহাম্মদ হুসাইন (পরে তিনি ই'তিকাফ পালনে চলে যান) ও ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী (অত্র গ্রন্থের লেখক)।

## সর্বত্র হযরতের রোগমুক্তির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'আ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে কিছু হবার নয়। এই রোগটি যে শেষ বয়সের বার্ধক্যজনিত রোগ এবং এ থেকেই যে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন এ ব্যাপারে ডাক্তার সাহেবদের নিকট থেকে আমরা ইশারা পেতে থাকি। তবে আমরা তা বিশ্বাস করি নি- করতে পারি নি। যুগশ্রেষ্ঠ এই ওলিআল্লাহ, সিলেট বিভাগ তথা পুরো বাংলাদেশের একজন উচ্চ পর্যায়ের মুরুব্বী ও বুজুর্গ এই মহান ব্যক্তি আমাদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে এবং শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে যাবেন- তা আমরা মেনে নিতে ভীষণ কষ্টবোধ করছিলাম। দেশ-বিদেশের সর্বত্র মসজিদ-মাদ্রাসায় তাঁর

রোগমুক্তির জন্য, খতমে কুরআন, খতমে বুখারী, খতমে ইউনুস, বিশেষ দু'আ ইত্যাদি তাঁর ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

**শুক্রবার কাতিয়ায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত**

প্রথমে বৃহস্পতিবার ২৯ রমজান হযরতকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। পরদিন শুক্রবার হয়তো ঈদ হবে। ইতোমধ্যে আগের দিন হযরতের অসুস্থ স্ত্রীকেও সিলেট থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি কারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সবাই মিলে তাঁদের পিতা-মাতাকে নিয়ে ঈদুল ফিতর গ্রামের বাড়িতে পালনের উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পরদিন শুক্রবার ঈদ হওয়ার সম্ভাবনাই ছিলো এদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তাঁকে নেওয়ার ইচ্ছা। কিন্তু শুক্রবার ঈদ হলো না। কারী সাহেব বাড়িতে নেওয়ার তারিখ বদলে দিলেন। বললেন, "আব্বাকে আমরা শুক্রবার বাদ জুমু'আ নিয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ!"।

**রাতে তেরো তাসবিহ জিকির**

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার সময় হযরতের কক্ষেই এক অপূর্ব 'তেরো তাসবীহ' জিকিরের আয়োজন করা হলো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুরীদান ও ভক্তদেরকে চিশতিয়া তরীকার এই উচ্চ পর্যায়ের জিকিরের 'মশক' করাতেন। আমি দেখেছি, এই প্রবীণ নব্বুই ঊর্ধ্ব বয়সেও তিনি যখন চিৎকার করে জিকিরের বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন তখন উপস্থিত সবার অন্তর কেঁপে উঠতো। বেশ ক'বছর পূর্বে কাতিয়ার মাদ্রাসা মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁর কণ্ঠে এই জিকির শ্রবণ করে আমার দিল কেঁপে উঠেছিল। এক পর্যায়ে আমি ভাবলাম হয়তো আমার হৃদযন্ত্র ফেটে যাবে! আমার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হলো। এটা যে হযরতের তরীকতের উচ্চতর মাক্বামে অবস্থানের প্রমাণ তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।

জিকির শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে আমি বাসায় চলে আসলাম। আমি জানতাম না এরূপ কোন জিকির হবে। তবে আমার মানসিক অবস্থা ভালো ছিলো না। দু'দিন পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন দেখার পর আমি অস্থির হয়ে উঠছিলাম। আমি জানতাম, খুব শীঘ্রই

হয়তো একটা কিছু ঘটে যাবে। পরদিন জুমু'আতুল বিদা, এর পরদিন বিভাগীয় সর্ববৃহৎ ঈদের নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হবে শাহী ঈদগাহ মাঠে। সবকিছু যেনো তার স্ব-স্ব স্থানে ফিট-ফাট হয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের আশা হযরতকে নিয়ে যাবো কাতিয়া গ্রামে। তাঁর প্রিয় মাদ্রাসায়। বাসায় পৌঁছার পর বেশ কিছু পরে কক্ষের জানালায় এসে আমাকে ডাক দিলেন সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী।

তিনি বললেন, শায়খ! আসুন। তেরো তাসবীহ জিকির শুরু হচ্ছে। আমি আসতে অপারগ। তবে শুরু করুন- এখান থেকে আমি জিকিরে শরীক হবো। ইলমে তাসাওউফের পথপ্রদর্শক, আধ্যাত্মিক জগতের কুতুব হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়াকে নিয়ে তেরো তাসবীহের এই শেষ জিকিরে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন: হযরতের খলিফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী, হযরতের খলিফা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার সম্মানিত মহাপরিচালক আল্লামা আহমদ শফী (দা:বা:) এর খলিফা এবং হযরতেরও খলিফা, তাঁর মেয়ের সন্তান মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী, হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী, হযরতের ছোট সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক আমিনী, হযরতের নাতি নুমান আহমদ, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, হাফিজ আব্দুল হাফিজ, মুহাম্মদ মুবাশ্শির আহমদ, মিজানুর রহমান লায়েক ও ক্লিনিকের কর্মকর্তা শহীদ।

আমি আমার মেয়ে মুসলিমাকে নিয়ে উপর তলায় চলে গেলাম। হযরত যে কক্ষে ছিলেন সেটির পশ্চিমের দেওয়াল ছিলো আমার কক্ষের বেলকনির সঙ্গে সংযুক্ত। মোট কথা, আমি মাত্র এক হাত দূরে অবস্থান করছিলাম। অবশ্য ভেতর থেকে কেউ আমাকে দেখতে পায় নি। তেরো তাসবিহ জিকির এভাবে দাঁড়িয়ে করা যায় না- তথাপি আমি তাঁদের সঙ্গে যেটুকু সম্ভব শরীক হয়েছি। পরে জানতে পারলাম, জিকিরের প্রাবল্য যখন তুঙ্গে তখন এক পর্যায়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সজোরে "আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!" বলে উঠেছিলেন। যা হোক, কক্ষের সকল জাকিরীন জিকির শেষে এক হৃদয় নিংড়ানো দু'আ করলেন। সমগ্র কক্ষটিতে ছিলো কান্নার রোল। সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে হযরতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে হায়াতে তায়্যিবাহ ভিক্ষা চাইলেন। আমিও দু'আয় শরীক হলাম। পরবর্তীতে জকিগঞ্জী সাহেব বলেন, এই দু'আর সময় তিনি এই বলে আল্লাহর পবিত্র

দরবারে আকুল আবেদন জানান: “হে আল্লাহ! আমার হায়াত থেকে কিছু নিয়ে হলেও হযরতের হায়াতে তায়্যিবাহ দীর্ঘ করুণ”।

## হযরত বর্ণভী রাহ. রচিত শাজারায়ে তায়্যিবাহ পাঠ

হযরত মাওলানা লুৎফুর রাহমান বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। আমি ছোট বেলা শোনতাম, যেখানেই বরুণার শেখ সাহেব সেখানেই কাতিয়ার শেখ সাহেব। আমাদের সুনামগঞ্জ জিলায় (যা হযরত রাহ. এরও জিলা) তিনিই বরুণার শেখ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সবার নিকট পরিচিত করেছিলেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত (অর্থাৎ জুমু’আতুল বিদার আগের রাত) তেরো তাসবীহ জিকির ও দু’আ শেষে অনেকেই চলে গেলেন। হযরতের কক্ষ নীরব হলো। আমি তাঁর বিছানা থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে দেওয়ালের অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হযরত বর্ণভী রাহ. রচিত শাজারায়ে তায়্যিবাহ পুরোটাই পাঠ করে শোনালাম। আমার মুসলিমা তখনও আমার কোলে। আমার ধারণা, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই শাজারা বা মুনাজাতে মকবুল শ্রবণ করে হৃদয়ে শান্তি অনুভব করেছিলেন। এই শাজারার বৈশিষ্ট্য হলো, এতে চিশতিয়া তরীকার সকল মাশাইখ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) ও স্বয়ং রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানানো হয়েছে। শাজারাটি আল্লাহপ্রেমিক তরীকতের সালিকদের জন্য এক ‘সুপেয় প্রেম-সুধা’ বলে আমি মনে করি। শাজারায় শায়খ ড. আলী আসগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম নেই। আমি নিজে তাঁর নামটিও সংযুক্ত করে নিয়েছিলাম।

## ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে আসলো

৩০ রামাদ্বান শুক্রবার (১০/৯/১০ ঈসায়ী) বেশ ভোরে উঠে আমি গোসল সেরে নিলাম। এদিন ছিলো জুমু’আতুল বিদা। কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রামের বাড়িতে ঈদ উপলক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে। এই সফরে আমিও তাঁর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা রাখি, তাই সকাল ১১টার সময় বাসা থেকে বিদায় হলাম। হসপিটালে যেয়ে হযরতকে একনজর দেখে চলে গেলাম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রাহ.) মসজিদে। উল্লেখ্য মডার্ণ জেনারেল হসপিটাল ও আমার

বাসা মূলত একই বিল্ডিং। এতো কাছে থাকার ফলে দৈনিক অনেকবার হযরতকে দেখার সুযোগ পাচ্ছিলাম। নামায শেষেই আমি ১.৪৫ মিনিটের সময় হসপিটালে ফিরে আসলাম। এরপর আরেকবার তাঁকে দেখে উত্তরের পার্শ্ববর্তী কক্ষে ঢুকে হযরতের গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্নের অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতোমধ্যে একটি লাইটেস গাড়ি এসে পৌঁছে গিয়েছিল।

আমি যে কক্ষে অপেক্ষারত ছিলাম সেখানে আসলেন হযরতের দু'জন খলিফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী এবং শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী। আরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরতের মুরীদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে তাহাজ্জুদের সময় একান্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় জিকির আজকার ও মুরাকাবা করতেন এসব কথা আলোচনা করছিলাম। এক পর্যায়ে আমি বললাম, তিনি প্রায়ই অশ্রুভরা চোখে একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন:

নিকল্ যায়ে দম তেরি ইয়াদমে
এহি দিলসে তামান্না, এহি দিলসে তামান্না।

আমি নিজে তাঁর পেছনে বসে উক্ত কবিতাটি শ্রবণ করেছি। নিকল্ শব্দের অর্থ নিয়ে কথাবার্তা হলো। সবাই একমত হলাম, এর অর্থ 'নিয়ে যাওয়া' বা 'বের করা'। কথাগুলো শেষ হতে না হতেই কক্ষের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মিজানুর রাহমান লায়েক মোবাইল সেট নিয়ে ছুটোছুটি করছে। আমাদের বুঝতে বাকী রইলো না যে, একটা কিছু ঘটেছে! আমরা সবাই ছুটে গেলাম হযরতের শয্যাপাশে।

**হযরতের ইন্তিকাল**

আমরা সেখানে যেয়ে দেখি তিনি নড়াচড়া করছেন না! সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। আমি মাথা ও শরীরে হাত দিয়ে দেখি তাঁর দেহখানা তখনও উষ্ণ। কিন্তু হৃদযন্ত্রের স্পন্দন অনুপস্থিত। আমি বুঝতে পারলাম হযরত বিদায় হয়ে গেছেন। কিন্তু সবাই বলতে লাগলো, তাঁর হার্ট এটাক হয়েছে! ডাক্তারকে নিয়ে আসো! ইত্যাদি। এরপর জকিগঞ্জী সাহেব ক্লিনিকের এসিসট্যান্ট ম্যানেজারকে দিয়ে

হযরতের প্রধান ডাক্তার প্রফেসর মতিউর রহমান সাহেবকে ক্লিনিকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। আমি একরূপ অস্থির হয়ে ফ্লোরের উপর পড়ে গেলাম। দশ-পনর মিনিট পরই প্রফেসর মতিউর রহমান সাহেব এসে হাজির হলেন। পরীক্ষা করে তিনি আমাকে ইশারায় নিশ্চিত করলেন যে, আমার প্রিয় মুর্শিদ কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া এই ক'মিনিট পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

- "নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" [বাক্বারাহ : ১৫৬]

তাঁর পবিত্র রূহ মাহবুবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে ঊর্ধ্বজগতের ইল্লিয়্যীনে- আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। আর অপূর্ব নূরোজ্জ্বল মটির দেহখানা পড়ে আছে নিষ্প্রাণ, নির্জীব অবস্থায়।

তিনি তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চিরতরে চলে গেছেন আমাদেরকে শোকের সায়রে ভাসিয়ে। কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী, ২৬ ভাদ্র ১৪১৭ বাংলা, মুতাবিক ৩০ রমজান ১৪৩১ হিজরীর শুক্রবার দিন বিকেল ২.১৫ মিনিটের সময় এই মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সিলেট শহরের সুবিদ বাজারের আলী সেন্টার সুপারমার্কেটের দ্বিতীয়-তৃতীয় তলায় স্থাপিত মডার্ণ জেনারেল হসপিটালের দ্বিতীয় তলার (বা ফাস্ট ফ্লোরের) ১ নং ভিআইপি কেবিনটিকে তাঁর ইন্তিকালের স্থান হিসাবে নির্বাচিত করেছেন।

ইন্তিকালের মুহূর্তগুলো সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা মিললো তাঁর খাদিম মিজানুর রহমান লায়েকের নিকট থেকে। হযরতের অপর খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজ মাত্র পনের মিনিট পূর্বে বড়ো ইস্তিঞ্জা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর মৃত্যু মুহূর্তের মাত্র ৫ মিনিট পূর্বে হযরতকে (নাকের নলের মাধ্যমে) খাবার পরিবেশন করেন। তিনি শান্তভাবে যেনো ঘুমিয়ে গেলেন। কোন ধরনের শ্বাসকষ্ট পরিলক্ষিত হলো না। এদিন ভোর

থেকেই তাঁকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছিল। হাফিজ আব্দুল হাফিজ সকালেই তাঁর গোঁফ ছেটে সুন্দর করে দিয়েছিলেন। তিনি ইশারায় তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছেন।

ইন্তিকালের কিছুক্ষণ পূর্বে হাফিজ আব্দুল হাফিজ কক্ষের দরজার সামনে গিয়ে কারো সাথে ফোনে কথা বলছিলেন। সাহেবজাদা ইসহাক আমিনী কক্ষের অপর বেডে বসে আছেন। মিজানুর রহমান লায়েক হযরতের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। উভয়ে লক্ষ্য করলেন হযরত ঠোঁট নড়াচড়া করছেন। এরপরই সব নীরব। তিনি তাঁর প্রভুর দরবারে চলে গেছেন! নীরবতা লক্ষ্য করে তারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তবে বিশ্বাস করতে পারলেন না যে তিনি এভাবে নীরবে ঘুমন্ত অবস্থায় সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে বিদায় গ্রহণ করবেন। এরপরই আমরা কক্ষে ঢুকে যাই। হযরতের অন্যান্য সাহেবজাদাদের প্রায় সকলেই কাতিয়া চলে গিয়েছিলেন। মাওলানা ইসহাক আমিনী মৃত্যুর সময় কাছেই ছিলেন। তবে কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী রায়নগরস্থ বাসায় থাকায় প্রায় ১৫ মিনিট পরে এসে উপস্থিত হলেন। কক্ষে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হযরতের নূরানী চেহারা দেখার সময় আমি বললাম, হযরতের মাথায় একটি চুমো দিন! তিনি তা-ই করলেন। আমি বললাম, কারী সাহেব! এখন ধৈর্য ধারণের সময়। আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্যের সাথে সবকিছুর মুকাবিলা করতে হবে। হযরতকে উপযুক্ত সম্মানের সাথে জানাযার নামায শেষে সমাহিত করার ক্ষেত্রে আপনি নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। কাঁদার সময় আছে- আমরা কাঁদবো ... বহুকাল যাবৎ অশ্রুতে বুক ভাসাবো ... কারণ আমরা আর তাঁকে পাবো না।

**ইন্তিকালের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো**

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের ১০ মিনিটের মধ্যেই সিলেটের মেয়র জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কারমার এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এতো দ্রুত এসেছেন দেখে অবাক হয়ে যাই। পরে জানতে পারলাম, হযরতকে যে আজ তাঁর গ্রামের বাড়িতে ঈদ উপলক্ষে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে সংবাদ জেনে তিনি তাঁকে দেখতে এসেছেন। বিদ্যুৎ বেগে হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকজন এসে ভীড় জমালো আলী সেন্টারের মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই এলাকায় হাজার হাজার মানুষের

আগমন ঘটলো। সবাই শান্ত পরিবেশে অশ্রুভরা চোখে হযরতকে এক নজর দেখতে লাগলো লাইন বেঁধে। মানুষের মৃদু কান্নার করুণ সুরে পুরো এলাকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠলো। কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, কাতিয়ার শেখ সাহেব এই মায়াবী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন- আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। আর কোনদিন হাতের গল্লা দিয়ে কাউকে হিদায়াতের আঘাত হানবেন না। আর কোনদিন বলবেন না, বিশ্বমুসলিম এক করো ... নেক করো ...।

**হযরতের নামাযে জানাযা ও সমাধিস্থ করার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ**

শহরের আলিম-উলামা, বিভিন্ন পেশাজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ছুটে আসলেন তাঁকে এক নজর দেখার উদ্দেশ্যে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন অনেকেই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা হলেন: হযরতের একান্ত ভক্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান; কাসিমুল উলূম দরগাহ মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া, শিক্ষা সচিব মাওলানা মুফতি মুহিবুল হক গাছবাড়ীর হুজুর; মাওলানা আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন, হযরত বাঘার সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা শিল্পপতি রেজাউল করীম কাসিমী; সাবেক এমপি ফরিদুদ্দীন চৌধুরী, আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ উদ্দীন সিরাজ; সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নাসিম হুসাইন; আলিম-উলামা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

হযরত যে কক্ষে ছিলেন সেখানে থাকাকালেই আমি মেয়র সাহেবকে অনুরোধ জানালাম, আপনি অনুগ্রহ করে হযরতের জানাযা নামাযসহ বাকী কাজগুলো কিভাবে সম্পন্ন করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ সভা করুন। শাহী ঈদগাহে তাঁর জানাযা নামাযের জন্য প্রথমেই আমি তার নিকট প্রস্তাব দিলাম। একটু পরই এমডি সাহেবের অফিস কক্ষে সবাই উপস্থিত হলেন। হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন সাহেব এ সময় দেওবন্দে অবস্থানরত হযরত আর্শাদ মাদানী (দা:বা:) এবং হযরত আশজাদ মাদানী (দা:বা:) এর সঙ্গে কথা বললেন। হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে তাঁরা উভয়ে মর্মাহত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দু'আ করলেন।

## জরুরী পরামর্শসভা

সবাই এমডি সাহেবের অফিসকক্ষে একত্রিত হওয়ার পর সেখানে এক জরুরী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপরোক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন: হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা ক্বারী উবাইদুল্লাহ আমিনী, বিল্ডিংয়ের মালিক ও একান্ত ভক্ত-মুরীদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী (লেখক), হযরতের খলিফা মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, মডার্ণ হাসপাতালের ডাইরেক্টর সেলিম সাহেব ও অন্যান্যরা। পরামর্শ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কারী উবাইদুল্লাহ আমিনীকে হযরতের জানাযার নামায ও সমাধিস্থ করার ক্ষেত্রে যাবতীয় তত্ত্বাবধানে নেতৃত্ব প্রধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। তিনি কাতিয়া গ্রামে জানাযা অনুষ্ঠানের দাবী জানালেন। এদিকে মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান সাহেবসহ সিলেটের নেতৃস্থানীয় সবাই (এ পক্ষে আমি নিজেও ছিলাম) দাবী জানালেন যে, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধু কাতিয়া ও সুনামগঞ্জের ব্যক্তিত্ব হিসাবে জীবন কাটান নি- তিনি ছিলেন সিলেট বিভাগের তথা সারা দেশের এক বরেণ্য আলীম ও রূহানী চিকিৎসক। সুতরাং আমরা চাই, আগামীকাল শাহী ঈদগাহ ময়দানে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হোক। কিন্তু কারী সাহেব বললেন, আমি আমার ভাইদেরকে নিয়ে কাতিয়ায়ই আব্বার জানাযার নামায সম্পাদন করে তাঁকে সেখানে সমাহিত করতে চাই। সিলেটবাসীর দাবী অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত শাহী ঈদগাহে ঈদের নামাযের পরই জানাযার নামাযের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং এ ব্যাপারে মাইকিংসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বয়ং মেয়র সাহেব গ্রহণ করলেন। এছাড়া ভক্ত-মুরীদান ও সর্বস্তরের মানুষ যাতে তাঁদের এই প্রিয় বর্ষীয়ান মুরুব্বী ও আপনজন 'কাতিয়ার শেখ সাহেবকে' শেষবারের মতো একনজর দেখতে পারে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

## আলী সেন্টারের মডার্ণ হাসপাতাল থেকে বিদায়

হযরত শায়খে কাতিয়া দীর্ঘ ১৯ দিন মডার্ণ জেনারেল হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। জুমু'আতুল বিদার দিন ২.১৫ মিনিটের সময় তাঁর ইন্তিকালের পর বিকেল চারটা পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ তাঁকে লাইন বেঁধে শেষ বারের মতো দেখে নেওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষের ভীড় ক্রমেই বেড়ে উঠছিলো- সুবিদ বাজার পয়েন্টের রাস্তায় দ্রুত মানুষ ও যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে সবদিকে যানজটের সৃষ্টি

হচ্ছিলো। সিদ্ধান্ত মুতাবিক একটি বিশেষ এ্যাম্বুলেন্সযোগে তাঁকে প্রথমত রায়নগর রাজবাড়িস্থ তাঁর বড় মেয়ে খাদিজা খানমের বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমি অন্যান্যদের সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্সে আরোহণ করলাম। রাস্তায় অনেকেই হযরতের মুখমণ্ডল দেখে তাঁকে চিনতে পারলো। রায়নগর রাজবাড়ি পৌঁছার পর হযরতকে বাসার প্রধান বসার কক্ষে একখানা মাদুরের উপর রাখা হলো। ইতোমধ্যে আমি লক্ষ্য করলাম হযরতের খলিফা শায়খ আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী সাহেবও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং যাবতীয় তত্ত্বাবধানের আয়োজনে যোগ দিলেন। আত্মীয় স্বজনদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। সকল মাহরিম মহিলারা তাঁকে এক নজর দেখার জন্য ভীড় জমালেন। ইতোমধ্যে বাইরে এলাকার অনেক লোক এসে হাজির হলেন। দূর-দূরান্ত থেকেও লোকজন আসতে লাগলেন। শোকে মুহ্যমান পুরো এলাকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠলো। সবার মুখে একই কথা: হায়! আমাদের কাতিয়ার শেখ সাহেব আর নেই! এই মহান ওলিআল্লাহর ছায়া থেকে আজ আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম, সিলেট বিভাগের আমাদের সর্বশেষ মুরুব্বি ও অভিভাবক আজ বিদায় হয়ে গেলেন। পরে আমরা আসরের নামায স্থানীয় মসজিদে পড়ে নিলাম।

### চেহারা ও পায়ের উপর আমার সবুজ রুমাল

হযরতকে এ্যাম্বুলেন্স থেকে বাসায় ওঠানোর সময় তাঁর চেহারা ঢাকার জন্য হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি নুমান আহমদ আমার গলে ঝুলন্ত সবুজ রুমালখানা টেনে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, হ্যাঁ- এটা দিয়ে তাঁর চেহারা ঢেকে দিন- এটা পাক আছে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন পুরুষদের দেখার সুযোগ এলো তখন আমি ভেতরে যেয়ে লক্ষ্য করলাম আমার সেই রুমালখানা এবার কোমর থেকে পা পর্যন্ত হযরতের দেহাংশ ঢেকে রেখেছে। ভাবলাম, কী অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! এই রুমালখানা হযরতের এক আত্মীয় ২০০৬ সালে হজ্জের সফরে মক্কা মুয়াজ্জমায় থাকাকালে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। এরপর এই রুমালের উপর অনেক বার হযরত শায়খে কাতিয়া বাংলাদেশসহ বৃটেন ও সৌদি আরবে হজ্জের সফরে নামায আদায় করেছেন, এটিকে পাগড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছেন, অনেক নারী-পুরুষকে এর দ্বারা বাইআত করিয়েছেন এবং একদা তিনি এই রুমাল দ্বারা বিশেষ এক দুঃখ-ভারাক্রান্ত ক্ষণে চোখে আসা অশ্রুও মুছেছেন।

চোখের পানি মুছার ঘটনাটি হলো, সম্ভবত ২০০৭ সালে একদা কাতিয়ার শেখ সাহেবকে নিয়ে জগন্নাথপুরের পাটলী গ্রামে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্রাসায় মেহমান হই। এই মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরতের বিশিষ্ট ছাত্র ও আত্মীয় বিলেত প্রবাসী মাওলানা আসগর হুসাইন সাহেব। আমরা ভোর ৭ টায় প্রাক্তন এমপি মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরীর বাড়িতে চলে গেলাম। তবে হযরতকে দাওয়াত করেছেন ঐ বাড়ির দক্ষিণ ঘরের মালিক। সুতরাং আমরা সে ঘরে পৌঁছে মাদুরের উপর বসলাম। নাস্তা তখনো আসে সি। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন, আমি আমার মা-কে দেখেছি বলে স্মরণ নেই। বড় হয়ে শোনেছি, একদা আমাদের গ্রামে কলেরা লেগে যায়। আমার আম্মা ও আমি এই রোগে আক্রান্ত হই। আমার বয়স তখন মাত্র ২ বছর হবে। মাগরিবের সময় আমার আম্মা ভেজা কাপড়ে সিজদা দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাকে তুমি নিয়ে যাও, কিন্তু আমার আমিন উদ্দীনকে হায়াত দান করো- তাকে সুস্থ করে দাও"। বলাই বাহুল্য মায়ের এই দু'আ কবুল হলো, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন কিন্তু শিশু হযরত শায়খে কাতিয়া বেঁচে গেলেন। এই ঘটনাটি বর্ণনার সময় হযরতের চোখ দু'টো অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠলো। কপোল বেয়ে চোখের পানি ঝরতে লাগলো। আমি উক্ত সবুজ রুমাল খানা তাঁর হাতে দিলাম যাতে তিনি চোখের পানি মুছে নিতে পারেন। হযরত তা-ই করলেন।

উক্ত সবুজ রুমালটি কে বা কারা নিয়ে গেছে! হযরতকে গোসল দেওয়ার সময় রুমালটি কেউ বরকতের জন্য নিয়ে যায়। তবে আমি এখনও আশাবাদী, হয়তো আমার রুমাল আমার হাতে ফিরে আসবে এবং স্মৃতি ও বরকতের জন্য আমি তা সংরক্ষণ করে রাখবো ইনশাআল্লাহ।

**রায়নগর রাজবাড়িতে গোসল সম্পন্ন**

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দেহখানাকে সামনে রেখেই আমাদেরকে এ রামাদ্বানের শেষ ইফতার পরিবেশন করা হলো। আমি বেশ কিছু খেতে পারলাম না- শুধুমাত্র দু'টি খেজুর খেলাম। তারপর হযরতকে গোসল দেওয়ার আয়োজন শুরু হলো। বাসার সামনের উঠোনে পর্দা টেনে গোসলের স্থান নির্ধারণ করা হলো। আমি এক পর্যায়ে কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোসলে কে দেবেন?' সাথে সাথে তিনি জবাব দিলেন, 'আপনি'। এরপর আমার

হাতে কয়েক টুকরো কাপড়ও দেওয়া হলো। আমি এগুলো গোসলের খাটের নিকটে রেলিংয়ের মধ্যে রেখে দিয়ে সবাইকে বললাম, এই কাপড়ের টুকরোগুলো খিয়াল করে রাখবেন।

কিছুক্ষণ পর আমি ভাবলাম, সম্ভবত হযরতের সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী জানাযার নামায আদায় করতে পারবেন না- এ দায়িত্ব পড়বে হযরতের বড় সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনীর উপর। সুতরাং গোসলের দায়িত্ব কারী সাহেবকে দেওয়াই হবে উত্তম। সুতরাং আমি কারী সাহেবকে বললাম, 'আপনার আব্বা হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে শেষ গোসল দেওয়ার দায়িত্ব আমি আপনার উপর অর্পণ করলাম'। তিনি তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরে জানলাম এই দায়িত্ব তিনি হযরতের খলিফা শায়খ ফারুক আহমদ জাকিগঞ্জীকে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরই নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত গোসল সম্পন্ন হয়। অবশ্য হযরতের সকল সাহেবজাদাও এতে অংশগ্রহণ করেন।

গোসলের সকল কাজ সারার পর অনেক লোককে শেষ বারের মতো হযরতের দেহের উপর পানি ঢেলে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো। বাসার গেট ইতোমধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সুতরাং বাইরে অপেক্ষারত শতাধিক মানুষ ভেতরে ঢুকতে পারলেন না। অবশ্য কেউ কোন অভিযোগ আনেন নি। আমি পানির পাত্র হাতে নিয়ে প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পায়ে পানি ঢেলে দিলাম। এরপর বুকের উপর পানি ঢালার সময় দু'আ করলাম, "হে আল্লাহ! আমার হাশর আমার মুর্শিদ শেখ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে করিও'।

**হযরতের প্রিয় খদ্দরের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো**

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর পূর্বেই নিজের হাতে কাফনের কাপড় ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানলাম হযরতের দায়িমী খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজের নিকট থেকে। আমাকে যখন এই তথ্যাদি তিনি প্রদান করেন তখন তিনি কাতিয়া মাদ্রাসা মাঠে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধির নিকট উপস্থিত থেকে কুরআন পাকের খতম শেষ করছিলেন।

তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, "আজ থেকে ৬ মাস পূর্বে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন, ২৪ গজ খদ্দরের কাপড় কিনে নিয়ে আসো। আমি তা-ই করলাম। এরপর আমি দেওবন্দ যাওয়ার পূর্বে বিদায় নিতে আসলাম। আমাকে বললেন, তুমি আমাকে সাথে নিবে না? আমি বললাম, আপনি এখন অসুস্থ আছেন- পরে নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। তাঁর জন্য দেওবন্দ থেকে কি কি হাদিয়া আনবো জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, তোমার যা ভালো লাগে নিয়ে এসো। আমাকে আরো বললেন, কাসিমী গোরস্তানে যেয়ে আমার নাম ধরে কুতবে আলমের (শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহ.) সমাধিতে আমার সালাম পৌঁছিও। আমি দেওবন্দ যেয়ে তাঁর এই সালাম পৌঁছিয়েছি। আমি হযরতের জন্য দেওবন্দ থেকে বেশ কিছু হাদিয়া আনলাম। এগুলোর মধ্যে ছিলো ৫ হাজার রুপির বিনিময়ে ক্রয়কৃত 'উদ আতর। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাফনে আমি তা লাগিয়ে দিয়েছি। আরো ছিলো কাশ্মিরী সাল, খদ্দরের কাপড়, মুজা ও মিসওয়াক। 'উদ আতর তাঁর হাতে প্রদানের সময় বললেন, এটা রাখো- ভালো অনুষ্ঠানে তা আমার গায়ে লাগিয়ে দেবে। দেওবন্দ থেকে নিয়ে আসা খদ্দর দিয়ে আমি দুই সেট জামা তৈরীর ব্যবস্থা করলাম। মদনী কাট পাঞ্জাবী ও পাজামা বানালাম। এর একটি তিনি পরে নিয়ে বললেন, অপরটি এখন রাখো- ঈদের জামাআতে তা পরবো। আমি জানতাম না তিনি আগে থেকেই কাফনের কাপড় নিজের হাতে ক্রয় করে রেখেছিলেন। দেওবন্দের কাপড় দ্বারা কাফন হবে ভেবেছিলাম কিন্তু দেখলাম, তাঁর নিজের হাতের ক্রয়কৃত খদ্দরের কাপড় দ্বারাই শেষ পর্যন্ত কাফন দেওয়া হলো।" সুবহানাল্লাহ!

হাফিজ আব্দুল হাফিজ নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। হযরতের ইন্তিকালের পর এ নিয়ে বেশ কয়েকবার তার সাথে কথা হয়েছে। প্রত্যেক বারই তিনি অত্যন্ত আবেগ-আপ্লুত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর কাছ থেকে আরেক আশ্চর্যজনক তথ্য জানতে পারলাম। তিনি গত এক বছর যাবৎ গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামায শেষে একান্ত ধ্যানমগ্ন হয়ে এই কবিতাটি পাঠ করতেন:

নিকল যায়ে দম তেরি ইয়াদ মে,
নিকল যায়ে দম তেরি রমজান মে,
এহি দিলসে তামান্না, এহি দিলছে তামান্না।

আমি অতীতে অনেকবার হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উক্ত কবিতার প্রথম শ্লোকটি অর্থাৎ 'নিকল্ যায়ে দম তেরি ইয়াদ মে' পাঠ করতে শোনেছি। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে আমি উল্লেখও করেছি। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটি পাঠ করতে কখনো শোনি নি। বুঝা গেল, কাতিয়ার সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শেষ ক'টি দিন এই আবদারই আল্লাহর দরবারে করতেন, হে আল্লাহ! পবিত্র রমজান মুবারকে আমার মৃত্যু দিও। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মহান ওলির মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন।

**কাফন পরানোর দায়িত্ব**

হযরতের খলিফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী সাহেব, অপর খলিফা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব এবং মেয়ের সন্তান ও হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দীর্ঘদিনের খাদিম হাফিজ ফরহাদ আহমদ হযরতকে তাঁর নিজের হাতে ক্রয়কৃত খদ্দরের কাপড় দ্বারা কাফন পরিয়ে দেন।

**চার জনের নিকট আমার মৃত্যুসংবাদ বলবে না**

হযরতের দায়িমী খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজ একটি গুরুত্ববহ তথ্য প্রধান করেন। তিনি বলেন, মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্বে তিনি আমাকে একদিন বললেন, "আমার মৃত্যুসংবাদ তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলার নিকট বলবে না- এরা এই সংবাদ সহ্য করতে পারবে না।" পুরুষরা হলেন হযরতের খলিফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী, হযরতের খলিফা শায়খ আব্দুল মতিন নবীগঞ্জী এবং হযরতের খলিফা শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (দামাত বারাকাতুহুম)। মহিলা হলেন, হযরতের একান্ত ভক্ত মুরীদা, দূর সম্পর্কে আত্মীয়া ও 'জীবনের সন্ধানে' নামক গ্রন্থের লেখিকা, বিলেত প্রবাসী হুসনুল আম্বিয়া চৌধুরী।

হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে আমি সর্বপ্রথম রাত্রিযাপন করেছিলাম তাঁর মুরীদা ও একান্ত ভক্ত জগন্নাথপুর থানার কুবাজপুর গ্রামের লন্ডন প্রবাসী উক্ত মহিলা হুসনুল আম্বিয়া চৌধুরীর ঘরে। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন আমাকে বললেন, "আগামীকাল ফযরের পূর্বে ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ আল-মাদানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং আমি কেজনভ রোড মসজিদে ঝিকির করবো, তুমি এতে অংশগ্রহণ করবে।" আমার লন্ডনের তখনকার বাড়ির নিকটেই ছিলো কেজনভ রোড মসজিদ। আমি এই জিকিরে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

আমি তখনও হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করি নি। বাইআত গ্রহণের ক্ষেত্রে আম্বিয়া চৌধুরীর দাওয়াত ছিলো প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তাঁর দাওয়াতের পরেই আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখি যাতে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো। আর ঐ বছরই হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা কারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেব মুছাম্মাত হুসনুল আম্বিয়া চৌধুরীর ঘরে পবিত্র হজ্জ থেকে এসে আমাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "আগামী বছর আল্লাহ পাক আপনার হজ্জ কবুল করেছেন!" আমি সাথে সাথে হজ্জের নিয়ত করে নিই। আল্লাহ পাক আমার সেই নিয়তকে পূরণ করেছিলেন, ২০০১ সালে পবিত্র হজ্জে যাই এবং মক্কা শরীফে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করি। আল-হামদুলিল্লাহ!

**শেষবারের মতো খিলাফত বিল্ডিংয়ে**

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলিয়ে কামীল, ইলমে হাদীস ও তাসাওউফের উস্তাদ এবং পথপ্রদর্শক শাইখুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখনকার সিলেটবাসীর অনুরোধে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানীতে শুভাগমন করেন। মানিক পীরের টিলার বিপরীতে খেলাফত বিল্ডিংয়ে দারসে হাদীসের আয়োজন করা হয়। ঐ বছর ২১ রবিউল আউয়াল শাইখুল ইসলাম সর্বপ্রথম পাঠদান শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে উসূলে হাদীস ও উসূলে তাফসীরের উপর দারস দেন। যে দু'টি কিতাব থেকে পাঠদান শুরু হয়েছিল এগুলো হলো, হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'শারহু খ্নুাতিল ফিকার' এবং ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'আল-ফাওযুল কাবীর'। এরপর জামি তিরমিযী ও সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য কিতাবেরও পাঠদান করেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ড. মুশতাক আহমদ, ইফাবা গবেষণা বিভাগ, পৃ: ১৮২)

কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শাইখুল ইসলামের সঙ্গে ঐ বছরই সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন। তিনি

নিজে বর্ণনা করেছেন, “আমি তখন আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম দিঘলবাকে স্থাপিত নিউ স্কিম স্কুলে পড়াশোনা করছিলাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, এক বুজুর্গ আমাকে পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষা দিচ্ছেন। সিলেটে তখন কুতবে আলম (হযরত মাদানী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আগমন করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম স্বপ্নে দেখা বুজুর্গ তিনিই। আমি তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। এটাই ছিলো প্রথম সাক্ষাৎ। তখন আমার বয়স ১০ থেকে ১২ বছর হবে”। এই প্রথম সাক্ষাতেই কিন্তু হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি দেওবন্দ গমন করে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন বিশিষ্ট ছাত্র ও খাদিম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ চার বছর যাবৎ খেলাফত বিল্ডিংয়ে হাদীস শরীফের পাঠদান করেন। এদিকে তাযকিয়ায়ে নফসের খিদমাতে তিনি তখনকার বৃহত্তর সিলেটের গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। দলে দলে লোকজন তাঁর হাতে তরীকতের বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁর এই অবিরাম চেষ্টা সাধনার ফলেই বাংলাদেশের মধ্যে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভক্ত, মুরীদান ও খলিফাদের সংখ্যা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ সময় নয়াসড়ক মসজিদে পাঞ্জেগানা নামায আদায় করতেন। আর সে সময় থেকেই তিনি এই মসজিদে ছাত্র-মুরীদ-শিষ্যদের নিয়ে পবিত্র রামাদ্বানে নিয়মিত ই’তিকাফ শুরু করেন। কিশোর হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথম ই’তিকাফ পালনকালেই নয়া সড়ক মসজিদে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিন বছরের অধিক সময় খেলাফত বিল্ডিংয়ে হাদীসের দারস প্রদান করে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯২৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে ‘সদর মুদাররিস’ (শাইখুল হাদীস) হিসাবে যোগদান করেন। বিদায়ের সময় সিলেটবাসী কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে তাঁর নিকট অনুরোধ জানান, আপনি দয়া করে আমাদেরকে ভুলবেন না। আপনার পদাচরণে সিলেটভূমি ধন্য হয়েছে। তিনি তাদেরকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, প্রত্যেক রামাদ্বান মাস আমি আপনাদের সঙ্গে পালন করবো

ইনশাআল্লাহ। তিনি এই ওয়াদা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রক্ষা করে গিয়েছেন। (সূত্র: প্রাগুক্ত)

নয়াসড়ক মসজিদে ই'তিকাফ পালনকালে হাজার হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, ই'তিকাফ অবস্থায় শুক্রবারে এতো মানুষ শাইখুল ইসলামের ইমামতিতে নামায আদায় করার জন্য নয়াসড়ক মসজিদে ভীড় জমাতো যে, মসজিদের বাইরে মানিক পীরের টিলা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। পরবর্তীতে এই নয়াসড়ক মসজিদে কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেকবার ই'তিকাফ পালন করেছেন। এতে অনেক লোক তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ পালনের জন্য যোগ দিতেন। গত বছরও তিনি এখানে ই'তিকাফ পালন করেন। তাঁর অনেক ভক্ত-মুরীদানসহ এই অধম লেখকও তাঁর সঙ্গে শেষবারের মতো ই'তিকাফ করেছি।

কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একান্ত প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে দীর্ঘ ৬২ বছর পর ১৯৯০ সাল থেকে আবারো হাদীস শরীফের দারস হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যবাহী এই খেলাফত বিল্ডিংয়ে শুরু হয়। প্রথম দারসে নেতৃত্ব দেন ফিদায়ে মিল্লাত আল্লামা আসআদ আল-মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নায়েবে মুহতামীম হিসাবে মাওলানা আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করেন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা আব্দুল মতীন শায়খে নবীগঞ্জী। এখানে পরবর্তীতে 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া দারুল হাদীস' নামে একটি মাদ্রাসা হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অবশ্য পরে এর নামকরণ করা হয় 'দারুল হাদীস মাদানিয়া'।

সুতরাং মুফতি মনজুর রশীদ আমিনীর প্রস্তাব মুতাবিক সবার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে এখানে এনে রাখা হয়, যাতে সর্বস্তরের জনতা শেষবারের মতো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে। তবে অচিরেই অসংখ্য মানুষের ভীড় জমে যায়। সুতরাং স্থান সংকুলানের অভাবে নিকটস্থ নয়াসড়ক মাদ্রাসার বারান্দায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে রাত ৩টা পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ শেষবারের মতো শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে একনজর দেখে ফায়িজ ও বরকত হাসিল করেন।

## বড় মেয়ের বাসায় রাত্রি যাপন

আমি ও মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব রাতে একবার বাসায় ফিরে যাই। পরদিন ঈদুল ফিতর। ভোরে আমাদেরকে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে শাহী ঈদগাহে যেতে হবে। সুতরাং বাসায় ফিরে গোসল ও কিছু আহার করা জরুরী মনে করলাম। মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব আমাকে সুবিদ বাজারস্থ বাসায় পৌঁছে চলে গেলেন তাঁর মির্জা জাঙ্গালস্থ আত্মীয়ের বাসায়। উভয়ে একমত হলাম যে, রাত ১২ ঘটিকা নাগাত আমরা আবার নয়াসড়ক মাদ্রাসায় চলে যাবো। সেমতে, রাত বারোটায় বাসা থেকে বিদায় হয়ে গেলাম। বাড়িতে বলে গেলাম, ঈদের দিন হযরতের জানাযা নামায শেষে চলে যাবো তাঁকে নিয়ে কাতিয়ায়। সুতরাং ফিরে আসতে রাত ৯ থেকে ১০টা বেজে যাবে।

নয়াসড়ক মাদ্রাসার পশ্চিম দিকের বিল্ডিংয়ের বারান্দায় হযরতকে রাখা হয়েছে একখানা খাটের উপর। মানুষ প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে তাঁকে দেখে আবার ঘুরে বাইরে চলে যাচ্ছিলো। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সিলেট শহর ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত কয়েক হাজার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আমি লক্ষ্য করলাম বারান্দার একপ্রান্তে বেশ কিছু লোক একজন আলিমের নেতৃত্বে মরদেহ বহনের একটি বাক্স প্রস্তুত করছেন। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেনো প্রস্তুত হচ্ছে? ঐ আলিম বললেন, হযরতকে এতে করে বহন করা হবে। তারা বাক্সের মধ্যে বরফ ঢুকাবেন। আমি এতে বাধাদান করলাম। বললাম, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটা পছন্দ করবেন না। তাঁকে আমরা মাত্র ২৪-২৫ ঘণ্টার ভেতরই সমাহিত করবো ইনশাআল্লাহ। এরই মধ্যে তাঁর শরীরে কোন ধরনের সমস্যা দেখা দেবে না। তাছাড়া আমি মনে করি তাঁর দেহখানা খোলা থাকলে বহনের সময় সবাই দেখতে পারবে এবং সর্বোপরি আসমানের ফিরিশতারাও তাঁকে দেখবে। কিন্তু আমার এসব কথায় তারা কান দিলেন না। যা হোক আমি বললাম, আমি আমার মতামত ব্যক্ত করলাম। ফাইনাল সিদ্ধান্ত দেবেন কারী সাহেব। পরে নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে এই কফিনে ঢুকিয়ে বাক্সবন্দী করতে সবাই একমত হলেন, কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি নি।

নয়াসড়ক মাদ্রাসায় কিছুক্ষণ অবস্থান করে আমি ও হযরত মাওলানা ফারুক সাহেব চলে আসলাম হযরতের বড় মেয়ের রায়নগরস্থ বাসায়। ঘণ্টা দেড়েক পর রাত তিনটার সময় হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আমিনী বললেন, চলুন- আব্বাকে এখানে নিয়ে আসবো। প্রথমে আমাকে বললেন, আপনি যাওয়ার দরকার নেই। আব্বাকে আগে এনে যেখানে রেখেছিলাম সেখানে পড়ে গড়াগড়ি করুন। আমি তার নির্দেশ মান্য করলাম। কিন্তু এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাওয়ার সময় বললাম, আপনার সাথে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাকে নিয়ে যান।

নয়াসড়ক মাদ্রাসায় পৌঁছার পর সেখানকার সবাই বললেন, হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ভোর পর্যন্ত এখানেই থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কারী সাহেব এতে কিছুটা বিচলিত হলেন। এরপরও তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার অনুমতি নিয়ে যেতে হবে? তারা একজনের নাম বললেন। কারী সাহেব বললেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি তার কাছে যেয়ে অনুমতি নিয়ে আসছি। আমার আব্বাকে বাসায় নিয়ে রাত্রির বাকী সময়টুকু অতিবাহিত করবো- এ সুযোগ আমাদের দেওয়া হবে না কেন?

আমি মুহতামীম সাহেবের অফিস কক্ষে বসে রইলাম। কারী সাহেব ‘পারমিশন’ আনতে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে আলী সেন্টারের মালিক হিসাবে আমার বিল্ডিংয়ে হযরতের ইন্তিকাল ফরমানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকে আমার সাথে কথা বললেন। কারী সাহেব ১০ মিনিট পরে ফিরে আসলেন অনুমতি নিয়ে। বাক্স এ্যাম্বুলেন্সে তুলে আমরা ফিরে আসলাম রায়নগরস্থ বাসায়। আমরা দশ বারোজন রাতের বাকী অংশ হযরতের কফিনের কাছে বসে কাটিয়ে দিলাম। এসময় হযরতের সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী, কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী, মাওলানা ইউসুফ আমিনী, মাওলানা ইসহাক আমিনী ও মাওলানা ইসমাঈল আমিনীসহ পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেব এক পর্যায়ে হযরত ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেব ও আমাকে বললেন, চলুন আমরা দরগাহে হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মসজিদে যেয়ে ফযরের নামাজ আদায় করবো। সুতরাং আমরা তিনজন এবং কারী সাহেবের ভাগিনা নুমান আহমদ (তিনি গাড়ি ড্রাইভ করলেন) এই মোট

চারজন চলে আসলাম দরগাহ মসজিদে। নামাযের পূর্বে আমরা কাসিমুল উলূম দরগাহ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া ও মুফতি মুহিবুল হক গাছবাড়ী হুজুরের সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনের শরয়ী দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। তাঁরা উভয়ে সকল সিদ্ধান্ত শরীয়তসম্মত হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিলেন।

## ঈদের দিন ভোরে শাহী ঈদগাহে গমন

সব আয়োজন শেষ। শেষ গোসল, কাপড় পরিধান, ভক্ত-মুরীদানদের শেষ দেখা, মেয়ের বাসায় সর্বশেষ রাত্রিযাপন- সব শেষ। ভোরের আগমনের সাথে সাথেই হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে যেতে হবে শাহী ঈদগাহ হয়ে কাতিয়া গ্রাম পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোর সাড়ে ৬টায় আমরা শাহী ঈদগাহে পৌঁছলাম। এ পর্যায়ে হযরতকে বহনকারী কফিনের পুরো দায়িত্ব কারী সাহেব আমাকেই প্রদান করলেন। তবে আমার সঙ্গে আরো ছিলেন, জকিগঞ্জী সাহেব, আজমিরিগঞ্জী সাহেব, নবীগঞ্জী সাহেব, হাফিজ আব্দুল হাফিজ, হাফিজ তাইয়্যিব, হাফিজ ফরহাদ আহমদ ও অন্যান্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানাযার নামাযে শরীক হলাম না। আমরা পরে কাতিয়ায় অনুষ্ঠিত জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেছি।

## অজানা আরেক লাশ

আমরা হযরতের বাক্সটি উপরে তুলে লক্ষ্য করলাম সেখানে একটি লাশ চাদরে ঢাকা অবস্থায় খাটের মধ্যে আছে। একমাত্র ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য আমরা নীচে ডান পার্শ্বস্থ পাকা মাটে যাই। বাকী পুরো সময়ই হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কফিনের নিকট কাটিয়েছি। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উক্ত মৃতের কোন আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎ মিললো না। এমনকি এই ঈদের দিনে জানাযা হওয়ার মতো সৌভাগ্যবান এই ব্যক্তিকে কেউ এক নজর দেখতেও আসলো না। আমি ভাবলাম, মৃত ব্যক্তি কোন মহিলা হবেন- এ কারণেই কেউ দেখতে আসছেন না। যা হোক, এই মৃত ব্যক্তি কে ছিলেন তার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। অবশ্য জানাযা শেষে তাঁকে একদল মানুষ নিয়ে যেতে দেখেছি কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ মিলে নি।

## কয়েক লক্ষাধিক মানুষের আগমন

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শাহী ঈদগাহ ময়দানে সাধারণত লক্ষাধিক মানুষ জমায়েত হয়ে থাকেন। কিন্তু স্বভাবতই হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামাযে জানাযায় শরীক হতে সিলেট সিটিসহ দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ আগমন করেন। এতে বিশাল এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। যেদিকে আমরা তাকিয়েছি সেদিকেই শুধু মানুষ আর মানুষ! অনেকের পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী থাকায় পুরো এলাকা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সবার মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের প্রশান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। আমি বার বার এই দৃশ্যটি অবলোকন করেছি। মানুষের সংখ্যা কেমন ছিলো তার একটি ধারণার জন্য বলছি, অনেকেই পরে বলেছেন, ডানদিকে রাস্তায় মানুষের লাইন সুদূর এমসি-কলেজ তথা টিলাগড়ের নিকটে যেয়ে পৌঁছে। অপরদিকে নাইওরপুল, নয়াসড়ক, সুবহানী ঘাট ইত্যাদি এলাকায় দাঁড়িয়ে মানুষ ঈদ ও জানাযার নামাযে শরীক হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করলাম, জানাযার সময় হাজার হাজার মানুষ ইমামের লাইনের সামনে অবস্থান করে নামাজে শরীক হয়েছেন! এতো বড় জানাযার নামায মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী এবং বিশ্ব ইজতিমার মাঠ ছাড়া আর কোথাও আমার জীবনে দেখি নি। তবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সঠিক কি ছিলো তা বলতে পারবো না- একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।

## সিলেটবাসীর শেষ দেখা

ঈদের জামাআত শুরুর আগ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ লাইন বেঁধে সুশৃঙ্খলভাবে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে শেষবারের মতো এক নজর দেখেন। আমার মনে আছে অনেক পরিচিত মুখ হযরতের চেহারা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এদের মধ্যে ঢাকা আজরাবাদ মাদ্রাসার সম্মানিত মুহতামিম কারী সাহেবকে দেখতে পেলাম। তিনি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন। জামাআত শুরুর পনর মিনিট পূর্বে মানুষের ভীড় অত্যন্ত বেশী বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ আর কাউকে সামনের দিকে ঢুকতে দেন নি।

### ঈদের নামাযের পূর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য

ঈদের জামাআতের পূর্বে যারা বয়ান পেশ করেন তারা হলেন, সিলেটস্থ বন্দরবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুশতাক আহমদ খান এবং ইমাম মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব; অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব বদর উদ্দীন আহমদ কামরান। সকলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, আজ পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন। আমাদের সিলেটবাসীর জন্য একটি শোকের দিন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, সিলেটের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুজুর্গ, প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন সিলেটের গর্ব আল্লামা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) চিরবিদায় নিয়ে আমাদেরকে অভিভাবকহীন করে চলে গেছেন। ঈদের নামায শেষেই আমরা তাঁর জানাযার নামায আদায় করবো।

### মুফতি মনজুর রশীদ আমিনীর ইমামতিতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত

ঈদুল ফিতরের জামাআত ঠিক ৯ ঘটিকার সময় শুরু হলো। নামায শেষেই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি, আজমিরিগঞ্জী সাহেব, নবীগঞ্জী সাহেব, জকিগঞ্জী সাহেব, হযরত রাহমাতুল্লাহির খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজ ও মিজানুর রহমান লায়েক প্রমুখ তাড়াতাড়ি হযরতের কফিনের নিকট চলে গেলাম। আমরা এখানে জানাযার নামায পড়ি নি। ঈদের নামায শেষে খুতবা ও দু'আ হলো। এরপর হযরতের নাতি মুফতি মনজুর রশীদ আমিনীর ইমামতিতে বিশাল জনতার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো স্মরণকালের বৃহত্তম নামাযে জানাযা। নামায শুরুর পূর্ব মুহূর্তে মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী জানতে চাইলেন অপর মৃত ব্যক্তি পুরুষ না মহিলা। আমি বললাম, আমরা তো তার কোন ওয়ারিশকে এখানে পাই নি। সম্ভবত মহিলা হবেন। সেমতে তিনি প্রথমে এ'লান করলেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলার জানাযা হবে। এসময় কে বা কারা পেছন থেকে চিৎকার দিলো- ঐ মৃত ব্যক্তি পুরুষ। সুতরাং মুফতি সাহেব পুনরায় বললেন, আসলে দু'জন পুরুষের জানাযা হবে।

### কাতিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা

জানাযার নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথেই হযরতের কফিন আমরা সবাই উত্তর দিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিয়ে আসলাম। এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। হাজার হাজার লোক হযরতের কফিনটি দেখার জন্য গাড়ির

পেছনে ছুটে আসতে লাগলেন। আমরা সবাইকে শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করতে করতে ধীরে ধীরে হযরতের রায়নগরস্থ বাসার দিকে চললাম। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর গাড়ি আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। সুবহানীঘাট ও শাহজালাল (রাহ.) সেতু হয়ে সিলেট শহর থেকে বের হয়ে আসলাম। এ ভ্রমণে এ্যাম্বুলেন্সে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কফিনের সাথে যারা ছিলেন তারা হলেন: বড় সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী, ছোট সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক আমিনী, হযরতের খলিফা শায়খ গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী প্রমুখ। যাত্রার শুরুতে সার্বিক ব্যবস্থাপনা তথা আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেব বললেন, “আপনাদের এ্যাম্বুলেন্সখানা যেনো গহরপুরের রাস্তার মুখে যেয়ে থেমে যায়। আমি না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করবেন।”

তার নির্দেশ মতো আমাদের এ্যাম্বুলেন্সখানা গহরপুরের রাস্তার মুখে গিয়ে থেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মানুষের ভীড় জমে উঠলো। স্বভাবতই সবাই হযরতকে একনজর দেখার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠলেন। বাক্সের সামনের দিকের একটি ছোট্ট কাচের জানালা খুলে মরদেহ দেখতে হয়। কিন্তু এ্যাম্বুলেন্সের উচ্চতা কম থাকায় সেই জানালার কপাটটি সম্পূর্ণ খোলা যাচ্ছিলো না। সুতরাং বাইর থেকে দেখার ক্ষেত্রে সমস্যা দাঁড়ালো। শেষে কিছু মানুষকে ড্রাইভিং সীটের উপর আরোহণ করে দেখার সুযোগ দেওয়া হলো। এরপর মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে এ্যাম্বুলেন্স নড়াচড়া করতে লাগলো। হযরতের সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী সাহেব এ পর্যায়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠলেন, বললেন, “ড্রাইভার সাহেব! গাড়ি ছেড়ে দিন- অন্যথায় মানুষ গাড়ি উল্টিয়ে দেবে!” আমি বললাম, “কারী সাহেব তো বলেছেন, কোন মতেই আপনারা আমি না আসা পর্যন্ত গহরপুরের রাস্তার মুখ থেকে গাড়ি ছাড়বেন না।”

যা হোক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কিছুদূর সামনে যেয়ে কারী সাহেবের অপেক্ষা করবো। কেউ কেউ বললেন, অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। আমি বাঁধা দিয়ে বললাম, যে কোন সফরে আমীরের নির্দেশ মানা ওয়াজিব। আমার বিশ্বাস ৫ মিনিটের ভেতরই কারী সাহেবের গাড়ির বহর এখানে এসে পৌঁছে যাবে। সত্যিই তা-ই হলো। তিনি এসে পরবর্তী ভ্রমণ পথের ব্যবস্থাবলীর উপর

আমাদেরকে অবগত করলেন। বললেন, “আমরা শেরপুর পৌঁছে রিজার্ভ করা একখানা লঞ্চে কাতিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো ইনশাআল্লাহ।”

এ্যাম্বুলেন্স আবার চলতে লাগলো। সকল গাড়ি একত্রে থাকার ব্যাপারেও ড্রাইভারদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। তারা এই নির্দেশ রক্ষা করে চললো। এ্যাম্বুলেন্সে কফিনের পেছনদিকে ছিলাম আমি, সাহেবজাদা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব বসেছেন মাঝখানে এবং আজমিরিগঞ্জী সাহেব সামনে। সবাই সময় সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন। আমি হাজী সাহেবকে অনুরোধ জানালাম, সূরা ইয়া-সীন পাঠ করতে। তিনি কান্নার মধ্যে থাকায় পাঠ করতে পারলেন না। তখন আমি চোখ বন্ধ করে সূরা ইয়া-সীন তিলাওয়াত করতে লাগলাম। অত্যন্ত গাম্ভীর্য এবং মনোযোগের সাথে আমি তিলাওয়াতে নিমগ্ন হলাম। আমার মনে আছে, একদা কাতিয়ার শেখ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন, সূরা ইয়া-সীন চোখ বন্ধ করে মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করলে অদৃশ্য জগতের মধ্যে বিচরণ করা যায়। এখন তাঁরই কফিনের সামনে তা তিলাওয়াত করে এর নমুনা ও স্বাধ আমি কিছুটা উপলব্ধি করলাম। আল্লাহ পাক হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দারাজাতকে বুলন্দ করুন। আমীন।

**শেরপুরে অপেক্ষারত হাজার হাজার মানুষ**

সূরা ইয়া-সীন পাঠ শেষ করে আমি সূরা হাশরের শেষ তিনটি (আসমাউল হুসনার) আয়াত পাঠ করলাম। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমরা শেরপুরে। কুশিয়ারা নদীর উত্তর পারেই এ্যাম্বুলেন্সখানা থামানো হলো। সমগ্র এলাকা জুড়ে কয়েক হাজার মানুষ। অনেকের চোখে অশ্রু। সবাই ছুটে এলো এ্যাম্বুলেন্সের নিকট। আমরা বললাম, হযরতকে এখন দেখার চেষ্টা কেউ করবেন না। কাতিয়া যেয়ে দেখবেন ইনশাআল্লাহ! কিন্তু এর পরও মানুষ বলতে লাগলো, একটি বার তাঁর মুখখানা দেখান!

এ্যাম্বুলেন্স থেকে কফিন নিয়ে যাওয়া হলো অপেক্ষারত লঞ্চে। কাপ্তানের কক্ষের সামনে হযরতের কফিনটি রাখার পর লঞ্চ ছেড়ে দিল। ইতোমধ্যে সবাই তাঁকে দেখার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু আমরা বললাম, এখানে ভীড় জমালে লঞ্চ চালাতে অসুবিধা হবে। আপনারা ধৈর্য ধরুন। আপনাদের শেখ সাহেবকে আপনারা

তাঁর বাড়িতে যেয়ে দেখবেন। এসব অনুরোধের পরও বেশ কয়েকজন তাঁকে একনজর দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমার চোখে পড়লো হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একান্ত এক ভক্ত মাওলানা আব্দুস সালাম রশিদী যিনি তাজপুরের কাজী সাহেব নামে পরিচিত- লঞ্চে আরোহণ করেছেন। অনেকে তাঁকেও দেখতে দিলেন না। আমি বললাম, এই হযরত শেখ সাহেবের অত্যন্ত মায়ার মানুষ, তাঁকে দেখার সুযোগ দেওয়া উচিত। সুতরাং ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অশ্রুভরা নয়নে একবার হযরত শায়খে কাতিয়ার মুখমণ্ডলখানা দেখে নিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, এই থমথমে পানিভর্তি সিলেটের দুই প্রধান স্রোতস্বিনীর একটি, কুশিয়ারা নদীর উপর দিয়ে বেশ কয়েকটি ট্রলারভর্তি মানুষ কাতিয়ার দিকে যাচ্ছেন।

**ফেসির বাজারে**

কাতিয়া থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পূর্বে ছোট্ট একটি বাজার। নাম ফেসির বাজার। এখান থেকে একটি কাচা রাস্তা ডানদিকে বেগমপুর যেয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং বায়ে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কাতিয়া মাদ্রাসা হয়ে গ্রামের পশ্চিমের বাজার পর্যন্ত চলে গেছে। এটি পাকার কাজ চলছিলো। তবে এদিন ফেসির বাজার থেকে কাতিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত পায়ে হেটে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। সমগ্র রাস্তা জুড়ে মানুষ আর মানুষ। হযরতের কফিনটি লঞ্চ থেকে নামানোর পূর্বেই সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেবকে বললাম, "হযরত! আপনার আব্বা তাঁর এলাকায় এসে গেছেন। এখন থেকে কফিনের দায়িত্ব আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।"

**ফিরে এলেন হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর হাতেগড়া কাতিয়া মাদ্রাসায়**

আমি যেহেতু এ পর্যায়ে কফিনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলাম তাই দূর থেকে যা দেখেছি তা-ই এ প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করছি। আমার সঙ্গে অবশ্য হযরতের দু'জন খলিফা সর্বদাই ছিলেন। এরা হলেন হযরত শায়খ ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী এবং হযরত শায়খ আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী। প্রথমে আমরা হিফজখানার বিল্ডিংয়ের নীচে হযরতের হুজরাখানার পাশের কক্ষে যুহরের নামায আদায় করে নিলাম। ইতোমধ্যে হযরতের কফিনটি প্রথমে মাদ্রাসার অতি নিকটেই দক্ষিণের বড়ো দিঘির পশ্চিম পারে স্থাপিত তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে হযরতের অসংখ্য

নিকটাত্মীয়রা তাঁকে একনজর দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পরে কফিনটি মাদ্রাসা মাঠে নিয়ে আসা হলো সর্বস্তরের জনতার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

আমি হিফজখানার উপর তলা থেকে লক্ষ্য করলাম, হযরতের কফিনটি মাঠের অপরপ্রান্তে জলসার জন্য নির্মিত পাকা স্টেজের উপর রাখা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বেহুঁশ-বেকরার হয়ে তাদের প্রিয় শেখ সাহেবকে একনজর দেখার জন্য ধাক্কা-ঠেলার স্বীকার হয়েও প্লাটফর্মে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। যারা উঠতে সক্ষম হচ্ছিলেন তাদের কণ্ঠে ক্রন্দনের হাউমাউ আওয়াজে পুরো এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছিলো।

হিফজখানার সামনেই হযরত রাহমাতুল্লাহির আলমে-বরযখের ঠিকানা, মাটির ঘর কবরটি তখনো খনন করা হচ্ছিলো। চতুর্দিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক লোক এখানেও ভীড় জমিয়েছেন। দুপুর বারোটার একটু পরই আমরা হযরতের কফিনটি নিয়ে কাতিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে পৌঁছে যাই। সুতরাং জানাযা শুরুর তখনও বেশ বাকি।

**কাতিয়া মাদরাসা মাঠে জানাযার নামায**

কাতিয়ায় অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে আমি হিফজখানার দ্বিতীয় তলা থেকে পূর্বের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ফেসির বাজার এবং এর আরোও পূর্ব পর্যন্ত রাস্তায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এরা ভীড়ের কারণে সামনে অগ্রসর হতে পারেন নি। জানাযার নামাযের পূর্বে অনেকেই বক্তব্য প্রদান করেন। এদের মধ্যে শাইখুল হাদীস মাওলানা হুসাইন আহমদ বারোকুটী, হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা শাইখুল হাদীস মাওলানা নূরুল ইসলাম খান, হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবে রব্বানী, শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুশ শহীদ গলমুকাপনী, সাবেক এমপি মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী এবং হযরতের সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আমিনী সাহেবের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। বিকেল তিন ঘটিকার সময় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন বড়ো সাহেবজাদা মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ আমিনী।

## সমাহিত হলেন তাঁর প্রিয় ইলমে দ্বীনের বাগানে

কাতিয়া এলাকার মানুষের নিকট হযরত কুতবে বাঙ্গাল শুধু একজন বড়ো আলিম ও তরীকতের মুর্শিদ ছিলেন না- তিনি ছিলেন তাদের একান্ত আপনজন। তাদের অভিভাবক মুরুব্বী। বিচারে-আচারে, বিপদে-আপদে সর্বদাই তারা হযরতকে একান্ত আপনজন হিসাবে কাছে পেয়েছেন। গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক কোন সমস্যা দেখা দিলে ছুটে এসেছেন শেখ সাহেবের নিকট। এলাকায় সঠিক ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন। কোথাও কোন ইসলামবিরোধী সামাজিক কর্ম তিনি বরদাশত করেন নি- প্রতিবাদের দৃঢ়কণ্ঠে গর্জে উঠেছেন এগুলোর বিরুদ্ধে। পুরো এলাকায় সঠিক দ্বীনিয়্যাত প্রতিষ্ঠায় হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় তো বটেই, অত্র এলাকার মানুষের মুখে মুখে দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্চারিত হতে থাকবে। এছাড়া হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় বাড়ির নিকটে যে বিরাট কুরআন-হাদীসের ইলমের বাগান তৈরী করে গেছেন, তা-ও এলাকাবাসীর জন্য এক অফুরন্ত নিয়ামত হিসাবে মনে করতে হবে। আর এটা তারা কায়মনোবাক্যে স্বীকারও করেন।

দীর্ঘ ৬১ বছর ধরে কাতিয়া মাদ্রাসা থেকে এলাকায় সৃষ্টি হয়েছেন অনেক আলিম-উলামা, হাফিজে কুরআন, মুফতি ও দ্বীনদার ব্যক্তি। হযরতের পরিচিতি ছিলো বিশ্বব্যাপী এবং সবাই তাঁকে সম্বোধন করতো 'কাতিয়ার শেখ সাহেব' হিসাবে। সুতরাং তাঁরই ওয়াসিলায় সুনামগঞ্জ জিলার জগন্নাথপুর উপজিলার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী এই নিভৃত পল্লীর সুপরিচিতি গোটা বাংলা-ভারত ও পৃথিবীব্যাপী ছাড়িয়ে পড়ে। তাই এলাকার অসংখ্য মানুষ এই মহান ব্যক্তি, অথচ তাদের প্রিয় আপনজনকে হারিয়ে আজ স্বভাবতই সর্বাপেক্ষা বেশী শোকাহত হয়েছেন। মৃত্যু একটি মহাসত্য। একথা সবার জানা। কিন্তু আজ, এই সত্যের কথা মানুষ ভুলে গেছে। তারা মানতে পারছেন না যে, সবার প্রিয় এই মহাত্মন তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। মানুষ পাগলপ্রায় অবস্থায় তাঁকে সমাহিত করতে এগিয়ে চললো।

আমি হিফজখানার দু'তলায় ছিলাম। আমার সাথে ছিলেন হযরতের খলিফা মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী ও মাওলানা আব্দুল মতীন নবীগঞ্জী সাহেবদ্বয়।

হযরতের কবরের চতুর্দিকে মানুষের প্রচণ্ড ভীড় দেখে আমি চিন্তিত হয়ে ওঠলাম। মনের মধ্যে এক অপূর্ব আবেগ অনুভব করে নেমে আসলাম দু'তলা থেকে কবরের নিকট। তখনও হযরতের কফিনটি সমাধির নিকটে এসে পৌঁছায় নি।

আমি কবরের পাশে দেখতে পেলাম হযরতের সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহকে। কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন। মানুষের কান্নার রোল, চিৎকার, হাউমাউ শব্দে বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেছে সমগ্র এলাকা। এক বিভীষিকাময় দৃশ্যের অবতারণা হলো কবরের চতুর্দিকে। আমি সেখানে প্রথমে কথা বললাম হযরতের খলিফা শায়খ আব্দুন নূর অলৈতলী সাহেবের সাথে। তাঁর চোখ দু'টো অশ্রুতে সিক্ত। মুখখানা বেদনা-আবেগ-আপ্লুত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত। আমি বললাম, হযরতকে যে কোন উপায়ে সঠিকভাবে দাফন করতে হবে। কিন্তু কেউ তো কারো কথা শোনছেন না! আমার মন বলছে কবরের উপরের সিঁড়িতে নেমে যাবো। তিনি বললেন, জুতো এখানে রেখে নেমে যান।

ইতোমধ্যে কফিনটি কবরের পশ্চিম পারে এসে গেল, অনেকে তা বহন করছিলেন। আমি ইশারায় বললাম এটিকে কোন্ দিকে ঘুরাতে হবে। আমি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললাম, হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আপনারা যা করছেন তা নিশ্চয় পছন্দ করতেন না- তিনি চলে গেছেন, আমরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখি না- শান্তভাবে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। আমার কথায় কিছুটা কাজ হলো। এদিকে কফিনটি সিঁড়িতে না নামিয়ে আমি বললাম উপরেই (কবরের পশ্চিম পারে) রাখুন। সবাই তাই করলেন, কিন্তু মস্তকের দিকের কিছু অংশ আমার হাঁটু দ্বারা উঠিয়ে রাখতে হলো। এরপর বললাম, বাক্স খুলুন।

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দেহখানা বাক্সের ভেতর থাকার কারণে কেমন যেনো ভেজা ভেজা লাগলো। বাক্সের ভেতর ছোট ছোট বেশ কতগুলো ব্যাগের ভেতর চা-পাতা বা অনুরূপ কিছু দেখতে পেলাম। বললাম, এগুলো ঐ দিকে ফেলে দিন। কয়েকজন তাই করলেন। বাক্সের নীচে ছিলো বরফ। হযরতের দেহখানা দেখামাত্রই উপস্থিত হাজারেরও অধিক মানুষের মধ্যে আবার উত্তেজনা শুরু হলো। হাউমাউ ও ক্রন্দনের শব্দে সবকিছু ভারী হয়ে উঠলো। কেউই যেনো হযরতকে কবরস্থ করতে চায় না! আমি আল্লাহর দিকে মনকে রুজু করে চিৎকার দিয়ে

বললাম, নীচে তিনজন নামুন! আমার সাথে ধাইরে (কবরের সিঁড়িতে) আরো দু'জন আসুন। এরপর দ্রুত হযরতের দেহখানাকে আমরা তুলে আনলাম। আমার হাত ছিলো তাঁর মাথার দিকে। আমি সজোরে পাঠ করতে লাগলাম:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"আল্লাহর নামের ওপর ও রাসূলুল্লাহর দ্বীনের ওপর রেখে দিচ্ছি।"

আমরা ধাইরের তিনজনে হযরতের দেহকে কবরের ভেতর হাত প্রসারিত করে দাঁড়ানো অপর তিন জনের নিকট পৌঁছুলাম। তারা কবরের ভেতর হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাহিকে ভালো করে রেখে উঠে আসলেন। চতুর্দিক থেকে মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো লোকজন। একজন চিৎকার দিয়ে বললো বাঁশ ও দাড়া (চাটাই) বেছানোর পর মাটি দিন।

আমি চিৎকার দিয়ে বললাম, তাড়াতাড়ি বাঁশ দিন। আমার হাতে একব্যক্তি একটি বাঁশ দিল। আমি উত্তর দিক থেকে বাঁশ বসাতে লাগলাম। আমার সঙ্গে আরো দু'তিন জন বাঁশ বসাতে যোগ দিলেন। আমরা মিনিট খানেকের ভেতরই বাঁশ বিছিয়ে চাটাইও বিছিয়ে ফেললাম। এসময় আমার চোখে পড়লো হযরতের নাতী হাফিজ ফরহাদ আহমদ একখানা চাটাই বিছিয়ে দিচ্ছেন। পূর্ব পারে হযরতের সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ সাহেব ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন। প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিক থেকে মাটি ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন লোকজন।

## সম্পূর্ণ ইয়াতীম হলাম আমি

আমি হঠাৎ আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, হায় এ কী করলাম! আমার রূহানী বাবাকেও আজ নিজের হাতে কবরে ঢুকিয়ে দিলাম। দু' বছর পূর্বে আমার জিসমানী বাবা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও কবরের ভেতর নেমে জগন্নাথপুরের উত্তর সীমান্তের সুদূর পল্লীগাঁ বনগাঁয়ে পুতে রেখেছিলাম। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেট দরগাহ মসজিদে পবিত্র রমজানের ৬ তারিখ তাঁর জানাযা নামাযের ইমামতি করেছিলেন। আজ তিনিও সমাহিত হলেন। এখন আমি সম্পূর্ণ ইয়াতীম! উভয় পিতাকে লুকিয়ে রাখলাম মাটির নীচে! হায়! কে আমাকে এখন আদর করে ঢাক দেবে: "ওবা বনগাঁউর সাব! ওবা

লন্ডনের এম্বাসিডার! হেই ইঞ্জিনিয়ার! হেই পুলিশ!" কে আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে, "আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা তোমার আশা পূরণ করুন"।

একদা এক স্বপ্ন বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে আমি হযরত মুর্শিদে আমীন কাতিয়ার সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে ছুটে এসেছিলাম। স্বপ্নটি বলার পর তিনি উপরোক্তভাবে দু'আ করেছিলেন। আমার স্মৃতিপটে ক্ষণিকের মধ্যে সবকিছু দ্রুত জাগ্রত হয়ে আমাকে সম্পূর্ণ বেদনাতুর করে ফেললো। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। আমি পড়ে গেলাম হযরতের কবরের উপর। আমার জ্ঞান প্রায় লোপ পেল। বেশ কয়েকজন এসে আমাকে ধরে শূন্যে উঠিয়ে মাঠের অপরপ্রান্তে নিয়ে টিউব ওয়েলের ঠাণ্ডা পানি ঢাললেন আমার মাথায়। আমার হুঁশ ফিরে আসলো, কিন্তু তখনও খুব-দ্রুত শ্বাস নিচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমি ঠিক আছি। তারা আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে বসালেন। খাবার পানি দিলো। হাতের পাখা দিয়ে বাতাস করলেন। আমি নগ্ন পায়ে সমাধির দিকে ছুটে আসলাম। কবরের মাটিতে আমার গায়ের পাঞ্জাবিতে দাগ লেগে গেছে। পূর্বদিকে হিফজখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন হযরতের সকল সাহেবজাদা। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিয়ারতে শরীক হলাম। আমি করুণ দৃষ্টিতে তাঁদের সবার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, হায়! আজ তারা সবাই ইয়াতীম হয়ে গেলেন।

## ইন্তিকালের সময়ের কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী

আল্লাহর ওলিদের ইন্তিকালের সময় কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী ও কারামত প্রকাশ হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বিভিন্ন তাসাওউফের কিতাবে ওলিদের জীবনালোচনায় আমরা এর প্রমাণ পাই। কুতবে বাঙ্গাল, মুর্শিদুল আমীন, যুগের রূহানী চিকিৎসক, মযজুব ইলাল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনভর অনুসরণকারী, নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিদায়ের সময়েও কিছু নৈসর্গিক ঘটনা ও কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি স্বয়ং নিজেই ছিলেন 'কারামাতুল্লাহ'। তিনি ছিলেন 'ছাহেবে কাশফ'। তাঁর জীবনে অসংখ্য ছোট-বড় কারামত প্রকাশ পেয়েছে। পাঠকদের অনেকেই হয়তো এ ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল বা এমনকি প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে

থাকবেন। এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ইন্তিকালের সময়ের কিছু তথ্যভিত্তিক বর্ণনা তুলে ধরছি।

**১. প্রকম্পিত হলো কাতিয়ার মাটি:** হযরতকে ১২ রমজান সোমবার দিন ভোরে কাতিয়া থেকে সিলেটের আলী সেন্টারস্থ মডার্ণ জেনারেল হসপিটালে নিয়ে আসা হয়। এর আগের দিন দিবাগত রাত তিনি তখনও কাতিয়ায় ছিলেন। রাতের বেলা কাতিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোট ৫ বার মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। অনেকে এই ভূমিকম্প হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি কাতিয়ার মাটিতে আর জীবিত অবস্থায় ফিরে যান নি।

**২. বহু মানুষের স্বপ্ন:** আমি অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ করেছি যারা হযরত সম্বন্ধে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখেছেন যাতে পরিষ্কার বুঝাচ্ছিল যে, তাঁর ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী। এরূপ দু'টি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন আমি নিজেও দেখেছি- যার বর্ণনা এখানে তুলে ধরে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

**৩. কাফন ক্রয়:** কাউকে না জানিয়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রমজানের পূর্বেই নিজের হাতে খদ্দরের কাপড় ক্রয় করে রেখেছিলেন। আর ঈদগাহ মাঠে এটা তার গায়ে পরানো হবে এরূপ ইঙ্গিত করেন তাঁর খাদিম হাফিজ আব্দুল হাফিজের নিকট।

**৪. ইন্তিকালের খবর না বলার রহস্য:** চার ব্যক্তির নিকট তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ না বলার জন্য বলেছিলেন। কারণ তারা এই সংবাদটি সহ্য করতে পারবেন না। বাস্তবে এই চারজনের তিনজনই হলেন তাঁর খলিফা এবং ইন্তিকালের সময় এরাই পারিবারিক সদস্যদের পরে সার্বিক তত্ত্বাবধানে সর্বাপেক্ষা বেশী অবদান রাখেন। অপরজন হলেন তাঁর এক প্রবাসী মুরীদা। তিনি ই'তিকাফে থেকে হযরতের জন্য দিনরাত কান্নাকাটি করেছেন।

**৫. সমাধি থেকে মিশক-আম্বরের খুশবো:** প্রথম দিন থেকেই হযরতের সমাধি থেকে বেরিয়ে আসছিলো মিশক-আম্বর ও ফুলের সুঘ্রান। এ ঘ্রাণ অনেকে পেয়েছেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ দিবাগত রাত রায়নগরস্থ বাসায় হযরতের দ্বিতীয় সাহেবজাদা

কারী উবাইদুল্লাহ সাহেব নিজেই আমার নিকট এ ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ হাফিজ আব্দুল হাফিজ কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোনে আমাকে বললেন, অপূর্ব ঘ্রান বেরিয়ে আসছে সমাধিস্থল থেকে। অত্র গ্রন্থ প্রেসে প্রেরণের সময় পর্যন্ত এই ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছিলো।

**৬. অজ্ঞাত লোকদের জিয়ারত:** শনিবার (ঈদের দিন) দিবাগত রাত এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। একদল লোক কাতিয়া মসজিদের বারান্দায় রাত্রি যাপন করছিলেন। জানাযা শেষে এরা নৌকাযোগে স্ব-স্ব বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় নৌকাখানা কুশিয়ারায় ডুবে যায়। অবশ্য সবাই বেঁচে যান। তবে দূর-দূরান্তের এসব মেহমান সেদিন আর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারেন নি। তারা কাতিয়া এসেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। গভীর রাতে তাদের অনেকেই লক্ষ্য করলেন, মাঠের অপর প্রান্তে হিফজখানার সামনে হযরতের সমাধিস্থলে বেশ বড় একদল লোক জিয়ারত করছেন। তারা ভাবলেন, পরিবারের সকল সদস্যরা বুঝি একত্রে জিয়ারতে এসেছেন। হযরতের সাহেবজাদা কারী উবাইদুল্লাহ আমিনী বর্ণনা করেন, আমি এই সংবাদ জেনে বললাম, না-তো। আমরা কেউ রাতের গভীরে আব্বার কবর জিয়ারত করি নি। এখন প্রশ্ন হলো, এরা কারা ছিলো? একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল আছেন।

**৭. সমাধি থেকে মাটি নেওয়া:** বেশ কিছু মানুষ সুঘ্রান পেয়ে হযরতের সমাধি থেকে মাটি নিয়েছেন। তবে হযরতের সাহেবজাদা কারী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ সাহেব এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এভাবে মাটি নেওয়া শরীয়ত বিরোধী কাজ। তিনি দু'জন পাহারাদার রেখে এসেছেন।

**৮. জানাযার নামাযে মানুষের সংখ্যা:** একে তো ঈদুল ফিতর- তার উপর সবার পরিচিত ওলিয়ে কামীল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জানাযার নামায। সুতরাং স্বভাবতই উভয় জানাযায় মানুষের ঢল নেমে গিয়েছিল। তবে আমরা সঠিক সংখ্যা বলতে পারবো না। শাহী ঈদগাহে ৩ থেকে ৫ লক্ষ মানুষ ছিলেন বলে বেশ কিছু পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে। আর কাতিয়ায় আরো লক্ষাধিক বলা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো উভয়টিই ছিলো স্মরণকালের বৃহত্তম জানাযার নামায।

**৯. মডার্ণ হাসপাতালে রোগীদের ভিড়:** আলী সেন্টারের মডার্ণ জেনারেল হাসপাতাল সাধারণত রোগীদের অভাবে ঈদ উপলক্ষে দু-চার দিন বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম হয়েছে। রোগীদের সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ঈদের সময়ও হাসপাতাল খোলা রেখেছেন। এটা যে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতে হয়েছে তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না।

**১০. অপূর্ব তারিখ ও সময়ে ইন্তিকাল:** সবশেষে এখানে ইন্তিকালের তারিখ ও সময়ের উপর কিছু বলা যায়। এটা যে এক অপূর্ব তারিখ ছিলো তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না। হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিকিরের মধ্যে থেকে তাঁর মাহবুব আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে গেছেন: রমজান মাসের ৩০ তারিখ, জুমু'আতুল বিদার দিন, জুমু'আ নামাযের পর। লন্ডন আমেরিকায় এদিন ছিলো ঈদের দিন; বাংলাদেশে ছিলো রমজান, জানাযা হয়েছে শাহী ঈদগাহে, ঈদুল ফিতরের দিন। এরূপ সবদিক থেকে উত্তম মৃত্যু সবার ভাগ্যে জুটে না। এমনকি রমজান মাসে ৫টি শুক্রবার পাওয়াও দুষ্কর ব্যাপার।

আমি অধম বস্তুনিষ্ঠভাবে এই মহান ওলিআল্লাহর জীবনের শেষ ক'টি দিনের বর্ণনা দেশ-বিদেশে বসবাসরত তাঁর অসংখ্য মুরীদান, ভক্তবৃন্দ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সর্বস্তরের মানুষের অবগতির জন্য তুলে ধরেছি। আমি আল্লাহর পবিত্র দরবারে কামনা করছি, হযরতের ইন্তিকালে প্রচণ্ডভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও শোকাহত তাদের হৃদয়ে এই লেখাটুকু কিছুটা আত্মিক প্রশান্তিমূলক খোরাক যোগাবে। আর নিজের মালিকানাধীন ইমারতে শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মহাত্মন ব্যক্তির ইন্তিকালের মুহূর্তগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখার ঐতিহাসিক দায়িত্বপালনে যে আল্লাহ পাক আমাকেই নির্বাচন করেছেন, তার জন্য তাঁর পবিত্র দরবারে আমি অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আবেগপূর্ণ অথচ সঠিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই লেখাটুকু সম্পূর্ণটাই আমার সকল লেখার মতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহানী ফায়িজ দ্বারা মালামাল করুন, তাঁর নূরোজ্জ্বল উত্তম আ'মলী জিন্দেগীর অনুসরণের মাধ্যমে জীবন গড়ার তাওফিক দিন এবং দুনিয়া-আখিরাতে সফল করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

# হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মহামূল্যবান কিছু উপদেশবাণী

১. তুমি বনো আল্লাহর, সারা দুনিয়া তোমার। (খালাক্বাকুম মা-ফিস্সামাওয়াতি ওয়াল আরদ)

২. তুমি করো আল্লাহর জিকির, আল্লাহ করবেন তোমার ফিকির। (ফাযকুরুনি আজকুরুকুম)

৩. জিকিরে খোদা বান্দার কাম, ফিকিরে বান্দাহ আল্লাহর কাম।

৪. যে পড়ে তাহাজ্জুদ তার ঈমান হয় মজবুত, এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অলী না বানিয়ে মউত দিবেন না। অবশ্যই তাকে অলী বানাবেন। তাহাজ্জুদ ছাড়া কোন মানুষকে আল্লাহ তার অলী বানান নি।

৫. দশটার সময় ঘুম, (রাত) চারটার সময় কুম (ওঠা)। (তাতাজ্বাফা জুনুবাহুম)

৬. মকছদে (উদ্দেশ্য) দুনিয়া ঈমান আমল, ঈমান আমল মতলূব (চেষ্টা), জরুরতে দুনিয়া মাওউদ (ওয়াদা করা)।

৭. একটা ট্যাংকে যদি দশ লিটার পানি থাকে, তাহলে ১টা ট্যাপ লাগালে যেটুকু পানি আসবে ১০টা লাগালেও সেই সমান পানিই আসবে। ব্যাখ্যা: মানুষের রিজিক যা আছে তা-ই আসবে, চেষ্টা করলে বাড়বেও না কমবেও না। অপরদিকে চেষ্টা ছাড়া ঈমান-আমল মিলে না- এরজন্য সাধনা দরকার।

৮. ঢেলা-কুলুফকে মেথর বানাও, নিজের হাতকে মেথর বানিয়ো না।

৯. ইশরাকের সময় যেভাবে সমগ্র দুনিয়াজুড়ে সূর্যের আলো পৌঁছে যায়, তদ্রূপ ইশরাকের নামায দ্বারা অন্তর ঈমানী নূরে আলোকিত হয়ে ওঠে।

১০. প্রত্যেকটি শ্বাস মাউতের সিগনাল, সুফিয়ায়ে কিরামে বলেন, ঘণ্টায় মানুষ ১০০০ বার শ্বাস ছাড়ে এবং গ্রহণ করে। ২৪ ঘণ্টায় হলো ২৪ হাজার বার। প্রত্যেকটি শ্বাস নিতে আল্লাহ ও ছাড়তে হু ঠোঁট মুখ জিহ্বা বন্ধ। (এটাকেই বলে, পাস-আনফাস জিকির)

১১. একটা শ্বাসও যদি আল্লাহর জিকির ছাড়া বের হয় তাহলে সেটা কুফরীর মধ্যে (কাফিরদের মতো আল্লাহর স্মরণ ছাড়া) বের হলো।

১২. সুন্নাতের দ্বারা ফতেহ (বিজয়) এবং কামিয়াবী (হাসিল হয়)। এক সুন্নাতের দ্বারা সারা সিলেট জিলা ফতেহ হয়েছে- এই সুন্নাতের নাম আক্বীকা। কার হকদা খাওগো বেটি, ঠাকুর চিনো না।

১৩. আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে বে-আদবী করলে সরকারবাদী কেইস হয়। (ব্যাখ্যা: অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন) ওলি-আল্লাহদের সঙ্গে বে-আদবী করলে আল্লাহ তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৪. মাদারিসে কওমী প্রতিষ্ঠা করা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদা করেছেন- তোমরাও করিও। কিন্তু বেইজ্জতি চাঁদা করিও না।

১৫. যে ঘরে ঢেলা থাকে জিন্নাত-ভুত-ফেরত সে ঘরে আসে না।

১৬. জিকির পড়তে পড়তে ভেতরের একটি চোখ খুলে যায়। এই চোখ দ্বারা ছবির মতো সবকিছু দেখা যায়- এটার নামই ‘কাশফ’।

১৭. ওয়াজ হলো আল্লাহর বাতচিত-রাসূলের কথা। আমার গলা মাইকের চুঙ্গা মাত্র।

১৮. পরকালের রাস্তার মধ্যে আছে কয়েকটি স্টেশন। এর মধ্যে প্রথমটি হলো আলমে আরওয়াহ (রূহের জগত)। দুই নম্বর স্টেশন মায়ের পেট। তিন নম্বর হলো দুনিয়ার পেট। চার নম্বর হলো আলমে বরযখ (কবরের জিন্দেগী) আর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে হাশরের মাঠ। ছয় নম্বর হলো শেষ গন্তব্যস্থান- যদি আমল ভালো হয় তাহলে বেহেশত অন্যথায় (আমল খারাপ হলে) দোযখ।

১৯. ইসলামী শিক্ষার লাইন দু’টি। একটি বসে বসে মাদ্রাসায় [লেখাপড়ার মাধ্যমে]। আর অপরটি শোনে শোনে [অর্থাৎ তাবলীগ ও মুসাফিরী বেশে]। ওয়াজও দু’প্রকার। একটি আ’মলী ওয়াজ আর আরেকটি দেখাদেখি।

২০. একদা কুতবে আলম (হযরত মাদানী রাহঃ) দরসে হাদীসের সবক বন্ধ করে বললেন, বুজুর্গানে দ্বীনে স্বপ্নে দেখেছেন, শয়তানের মুখে বিড়ি! ইয়াদ রাখবেন, বিড়ি খাওয়া সাফ হারাম!

২১. অযুতে বাইর আর তাওবাহতে ভিতর পাক হয়।

২২ সময় সর্ট অজুও সর্ট, সময় লং অজুও লং। (ব্যাখ্যা: নামাযের জামাআত শুরু অত্যাসন্ন হলে অযুর ফরযগুলো শুধু আদায় করে তাড়াতাড়ি নামাযে শরীক হওয়া উচিত। অপরদিকে বেশী সময় থাকলে অযুর সকল সুন্নাতসহ ভালোভাবে অযু করে নিতে হবে।)

২৩. মসজিদে যাওয়ার সময় যদি কোন মুসলমান ভাইকে নামাযে যাচ্ছে না দেখে তোমার কলিজায় আগুন লেগে যায় তবেই মনে করবে তোমার নামায কামিল হয়েছে।

২৪. কুতবে আলম মাদানী (রাহঃ) বলতেন- আমার আমীনুদ্দীন আমার মুরীদ নয় বরং আমার মুরাদ ও মজনুন। মুরাদের অর্থ পীরের মকসুদ ও উদ্দেশ্য। যেমন ইব্রাহীম আঃ আল্লাহর খলীল ছিলেন আর আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মুরাদ ছিলেন।

২৫. তাসাওউফের উসুল চারটি: অল্প খাওয়া, অল্প ঘুমানো, অল্প কথা বলা ও মানুষের সাথে অল্প মেলামেশা।

২৬. শরীরের ড্রাইভার আল্লাহ আর আমি হলাম হেন্ডুলম্যান এবং এই শরীর হল পিঞ্জিরা।

২৭. নামায যত জানদার হবে জীবন ততো শানদার হবে।

২৮. নামায পড়া সহজ কিন্তু নামাযী বনা কঠিন। হজ্জ করা সহজ কিন্তু হাজী বনা কঠিন। ঈমান আনা সহজ, মু'মিন হওয়া বড় কঠিন।

২৯. নামায কামিল ঈমান কামিল, নামায নাকিছ বা অসম্পূর্ণ ঈমান নাকিছ।

৩০. নামায থেকে ফারিগ হতে অন্তরে না চাইলেই বুঝতে হবে নামায কামিল হয়েছে।

৩১. হায়! হায়! নামাযী কৃষক, নামাযী মাঝি, নামাযী গাড়ির ড্রাইভার এবং নামাযী মুসলমানের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

৩২. প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতা ও আমীর হবে পুরুষ, যে দেশের নেতা নারী সে দেশের পুরুষরা বাঁচা থেকে মরণ ভাল!

৩৩. হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন, “কুরআন বলে আমরা পুরুষরা নেতা, আল্লাহ বলেন আমরা অইতাম নেতা, আর আইজ আমরা অইছি ছিড়া খেতা!”।

৩৪. হায়রে! আমরা খালি হাতে রওয়ানা দিয়েছি। যার দরবারে যাচ্ছি সেই আল্লাহ তা’আলা বলেন- মৃত্যু হল উপভোগের বস্তু, স্বাদের বস্তু। আর তাকে তিক্ত মনে করো।

৩৪. হে আল্লাহ! আমি আপনার গোলাম। গোলামে যদি মালিকের ঘর (বাইতুল্লাহ শরীফ) না দেখে তাহলে তার মন শান্তি হবে কি করে? আমার মনকে আমি বুঝাবো কিভাবে? হে কাবাওয়ালা! কাবাতে ডাকো। হে মক্কাওয়ালা! মক্কাতে ডাকো। আপনার পাগল আর দিওয়ানা বানাইয়া কাবাতে ডাকো। আপনার ঘরে ডাকো।

৩৫. কালেমা ও তাছবীহাত পড়ে ওজুর সাথে ঘুমানো উচিত, কারণ ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই। এভাবে ঘুমের মধ্যে মরে গেলেও অন্তত অজু ও কালেমার সাথে মউত হল।

৩৬. তামাম দুনিয়া আমরার, আমরা বনো আল্লাহর- ঈমান আমলে।

৩৭. ‘কান্দে পুতে বুনি খায়’- মু’মিনের গুণ হলো কম হাসা ও বেশী কাঁদা।

৩৮. যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাও তাহলে তোমার ঈমান নাই। কারণ ঈমানই হল, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না পাওয়ার নাম।

৩৯. এক হয়ে যাও! নেক হয়ে যাও! কামিয়াব হয়ে যাও!

৪০. মানুষের স্টেশন ছয়টি: (১) রূহজগৎ (২) পেটজগৎ (৩) পৃথিবী জগৎ (৪) কবর জগৎ (৫) হাশর জগৎ (৬) বেহেশত বা দোযখ জগৎ (আখিরাত জগৎ)।

৪১. আমি আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করি যে, হে আল্লাহ! আমার মনের মাঝে একথা ঢেলে দাও যে, আমি আপনার কাছে পিপীলিকা থেকেও ছোট্ট, এমনকি অস্তিত্বহীন। আর মানুষের মনে ঢেলে দাও যে, আমি একজন বীর বাহাদুর সিংহপুরুষ বরং এরচেয়েও আরো বাহাদুর।

**হযরত কুতবে বাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি দু’আ**

“ইয়া আল্লাহ দয়া করো মায়া করো। বিশ্ব-মুসলিম এক করো ... নেক করো ...। বিশ্বজগতে কুরআন-সুন্নাহর আইন জারি করো, মদীনার তা’লিম দাওয়াত আর তাবলীগের পরিবেশ কায়েম করো। আমাদের কবরবাসী মুরুব্বিয়ান বিশ্বমুসলিম মুর্দেগানরে রহম করো দয়া করো। তাদের কবরকে বেহেশতের বাগান বানাও। তাদের রূহকে ইল্লিয়্যীনবাসী করো। তামাম দ্বীনি মক্তব মাদ্রাসারে আল্লাহ আপনার মন্তাজ-মনমতো চালাও। দয়া করো মায়া করো, আমরা করবার কিছু ক্ষমতা নাই। আর আপনি যদি সাহায্য করো সবকিছু আহসান হবে। আমাদের মধ্যে মায়া-মহব্বত পয়দা করো। আপনার রাজী-খুশীর জন্য আমরা সব যেনো কাজ করি। তামাম দুনিয়ার মুসলমানরে কাফিরের গোলামী থেকে, ইহুদীর গোলামী থেকে, নসরার গোলামী থেকে, নারীর গোলামী থেকে উম্মতকে বাঁচাও। ফাসিকার গোলামী থেকে বাঁচাও। আন্তা ওলিউয়্যুনা ফীদ্দুনইয়া ওয়াল আখীরাহ তাওয়াফফনা মুসলিমীন, তাওয়াফফানা মুসলিমীন, তাওয়াফানা মুসলিমীন, ওয়াআল হিক্বনাবিস সোয়ালিহিন ওয়া সিদ্দীকীনা ওয়াশ্ শুহাদায়ে ওয়াস সোয়ালিহীন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।”

# কুতবে বাঙ্গাল হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের সাজারা মুবারক

*তিনি ছিলেন চিশতিয়া-সাবিরিয়া-রশীদিয়া-হুসাইনিয়া তরীকার একজন উচ্চ পর্যায়ের মাশাইখ। আমরা নিম্নে এই তরীকার পূর্ণ সাজারা মুবারক লিপিবদ্ধ করলাম।*

১. শাইখুল মাশাইখ কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শুক্রবার জুমু'আতুল বিদা, ৩০ রামাদ্বান ১৪৩১ হিজরী, ২৬ ভাদ্র ১৪১৭ বাংলা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী, সমাধি: কাতিয়া মাদ্রাসা মাঠ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ)।

২. শাইখুল মাশাইখ শাহ ডাক্তার আলী আছগর নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১০ মার্চ ১৯৭২ ঈসায়ী, সমাধি: নূরগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ)।

৩. শাইখুল মাশাইখ কুতবে আলম শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শুক্রবার ১৩ জুমাদিউল উলা, ১৩৭৭ হিজরী, ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী, সমাধি: মাকবারায়ে কাসিমী, দেওবন্দ, ভারত)।

৪. শাইখুল মাশাইখ কুতবে যামান হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শুক্রবার ৯ জুমাদিউস সানী ১৩২৩ হিজরী, ১১ আগষ্ট ১৯০৫ ঈসায়ী, সমাধি: গাংগুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত)।

৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১২ জুমাদাল উলা ১৩১৭ হিজরী, সমাধি: জান্নাতুল মু'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা)।

৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ যানজানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৪ রামাদ্বান ১২৫৯ হিজরী, সমাধি: যানজানা, মুজাফফরনগর, ভারত)।

৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ হাজী আব্দুর রহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ২৭ জিলকদ ১২৪৬ হিজরী, সমাধি: পানজার)।

৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আব্দুল বারী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১১ শা'বান ১২৪৬ হিজরী, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত)।

৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আব্দুল হাদী আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৪ রামাদ্বান ১১৯০ হিজরী, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত)।

১০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ অইযদুদ্দীন আমরুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৭ রজব ১১৭২ হিজরী, সমাধি: আমরুহা, মুরাদাবাদ, ভারত)।

১১. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ মুহাম্মদ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: অজ্ঞাত)।

১২. শাইখুল মাশাইখ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদী আকবরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৩ রজব, ১১০৭ হিজরী, সমাধি: আগ্রা, দিল্লি, ভারত)

১৩. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ মুহিবুল্লাহ এলাহাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৯ রজব ১০৫৮ হিজরী, সমাধি, এলাহাবাদ, ভারত)।

১৪. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু সাঈদ আসআদ গাংগুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: বরিউল আউয়াল ১০৪০ হিজরী, সমাধি: গাংগুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত)।

১৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ নিযামুদ্দীন বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৮ রজব ১৩০৫ হিজরী, সমাধি: বল্খ)।

১৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ জালালুদ্দীন জলীল তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৪ জিলহাজ্জ ৯৮৯ হিজরী, সমাধি: তিউনিসিয়া)।

১৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ২৫ জুমাদাল উখরা ৯২৪ হিজরী, সমাধি গাংগুহ শরীফ, সাহারানপুর, ভারত)।

১৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ মুহাম্মদ আরিফ রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: সফর ৮৯৮ হিজরী, সমাধি: রাদূলী)।

১৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আহমদ আরিফ সাহেব রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: সফর ৮৮২ হিজরী, সমাধি: রাদূলী)।

২০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আহমদ আব্দুল হক রাদাওলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: জুমাদাল উখরা ৮৩৭ হিজরী, সমাধি: রাদূলী)।

২১. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া পনিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: জিলকদ ৭৬৫ হিজরী, সমাধি: পানিপথ, ভারত)।

২২. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৭১৬ হিজরী, সমাধি: পানিপথ, ভারত)।

২৩. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আলাউদ্দীন আলী আহমাদ কালিয়ার সাবিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৬৯০ হিজরী, সমাধি: পীরান, কালির, ইউপি, ভারত)।

২৪. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর উজুদাহনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৫ মুহাররম ৬৫৪/৬৬৬ হিজরী, সমাধি: পাকপাটান, পাকিস্তান)।

২৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরী, কুতুব মিনার, দিল্লী ভারত)।

২৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী সানজারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৬ রজব ৬৩২ হিজরী, সমাধি: আজমির শরীফ, ভারত)।

২৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা আবু মনসুর উসমান হারূনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৫৯৭/৬৩৩ হিজরী, সমাধি: জান্নাতুল মু'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা)।

২৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ হাজী শরীফ জানদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: রজব ৫৮৪ হিজরী, সমাধি: অজ্ঞাত)

২৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা কুতুব উদ্দীন মাওদুদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৫২৭/৫৭৭ হিজরী, সমাধি: চিশত)।

৩০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু ইউসুফ নাসির উদ্দীন বিন সামান হুসাইনী চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১ জুমাদাল উলা, ৫৫৯ হিজরী, সমাধি: চিশত)।

৩১. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: রবিউল আউয়াল ৪১১ হিজরী, সমাধি: অজ্ঞাত)।

৩২. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আহমদ আবদাল চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৩৫৫ হিজরী, সমাধি: চিশত [বর্তমান আফগানিস্তানের হিরাত প্রদেশের একটি ছোট্ট শহর]।)

৩৩. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ আবু ইসহাক শরফউদ্দীন শামী চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৩২৯ হিজরী, সমাধি শাম [সিরিয়া]।)

৩৪. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা মুমশাদ উলুবী দীন্-নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: মুহাররম ২৯৯ হিজরী, সমাধি: অজ্ঞাত।)

৩৫. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: শাওয়াল ২৭৫ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

৩৬. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৫২ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

৩৭. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ১৬৬ হিজরী, সমাধি: শামদেশ [সিরিয়া]।)

৩৮. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: মুহাররম ১৮৭ হিজরী, সমাধি: জান্নাতুল মু'আল্লা, মক্কা মুয়াজ্জমা।)

৩৯. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ২৭ সফর ১৭৬-১৮৬ হিজরী, সমাধি: অজ্ঞাত।)

৪০. শাইখুল মাশাইখ হযরত শাহ খাজা হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত: ৪ মুহাররম ১১০ হিজরী, সমাধি: বসরা, ইরাক।)

৪১. মদীনাতুল আমীরুল মু'মিনীন হাদিয়ে আলম শেরে খোদা হযরত আলী ইবনে আবুতালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু (শাহাদাতবরণ: ২১ রামাদ্বানুল মুবারক ৮০ হিজরী, সমাধি: নাজফ, ইরাক।)

৪২. সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা, নবীয়ে দু'জাহাঁ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওফাত: ১২ রবিউল আউয়াল ১০ হিজরী, রওজায়ে আতহার শরীফ: মসজিদে নববী, মদীনা মুনাওয়ারা) -এর তোফায়েলে এবং উক্ত সকল আউলিয়ায়ে কিরাম ও জানফেদা আশিকীনের ওয়াসিলায়, হে রাব্বুল আলামীন! আপনার পবিত্র দরবারে করুণ ফরিয়াদ করছি, মেহেরবানী করে গাইরুল্লাহর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আপনার মা'রিফাত, ইশক ও মুহাব্বাতের নূর দ্বারা আমি ও এই গ্রন্থের সকল সহযোগিতাকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী, অর্থদানকারী ও পাঠকদের বক্ষরাজি গুলযার করে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

★★★★★★ সমাপ্ত ★★★★★★